॥ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

দশমঃ স্কন্ধঃ

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

—<>—

শ্রীশুক উবা

কেশী তু কংসপ্রহিতঃ খুরৈর্মহীং
মহাহয়ো নির্জরয়ন্ মনোজবঃ।
সটাবধূতাভ্রবিমানসঙ্কুলং
কুর্বন্ নভো হ্রেষিতভীষিতাখিলঃ ॥ ১ ॥

১। **অন্বয়ঃ** কংস প্রহিতঃ (কংস প্রেরিতঃ) মনোজবঃ (মনস ইব বেগঃ যস্য সঃ) তু কেশী মহাহয়ঃ খুরৈঃ মহীং নির্জরয়ন্) হ্রেষিতভীষিতাখিলঃ (অশ্বজাতি-শব্দৈঃ ভীষিতং অখিলং বিশ্বং যেন সঃ) সটাবধূতাভ্রবিমান-সঙ্কুলং (কেশরৈঃ কম্পিতানি অভ্রানি বিমানানি— তৈঃ 'সঙ্কুলং' ব্যাপ্তং) নভঃ কুর্বন্ [আগতঃ]।

১। **মূলানুবাদঃ** শ্রীশুকদেব বললেন— কংসপ্রেরিত মনতুল্য বেগবান ঘোড়ারূপী দৈত্য কেশী খুরাঘাতে ভূমিতল সম্পূর্ণ জর্জরিত করে হ্রেষা ধ্বনিতে প্রাণিসকলকে ভীত করে এবং কেশরের ঝাপটায় বিক্ষিপ্ত মেঘ ও দেবরথের দ্বারা আকাশ আচ্ছন্ন করে দিতে দিতে ব্রজে এসে উপস্থিত হল।

১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** কেশী তু নন্দব্রজং জগামেতি শেষঃ। সংজ্ঞায়া অন্বর্থতাং দর্শয়তি— সটেতি। জী° ১ ॥

১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** কেশী তু— ঘোড়ার আকার কেশী দৈত্য নন্দব্রজে গমন করল। এই 'কেশী' নামের বুৎপত্তিগত অর্থ কেশ (চুল)+ইন্ (স্ত্য) মূল শব্দ কেশিন্ - বহুল কেশযুক্ত —ইহাই দেখান হচ্ছে, সটা— কেশর ইত্যাদি কথায়। জী° ১ ॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** সপ্তত্রিংশে কেশি-বধো ভাবি-লীলোক্তিভিঃ স্তুতিঃ।

নারদেন হরেশ্চৌর্যক্রীড়া ব্যোমবধোঽপ্যভূৎ ॥

কেশী তু যঃ কংস প্রহিতস্তং ভগবানুপাহ্বয়দিতি দ্বিতীয়েনান্বয়ঃ। যদ্বা নন্দব্রজং জগামেতি

তং ত্রাসয়ন্তং ভগবান্ স্বগোকুলং
তদ্ধেষিতৈর্বালবিঘূর্ণিতাম্বুদম্।
আত্মানমাজৌ মৃগয়ন্তমগ্রণী-
রুপাহ্বয়ৎ স ব্যনদন্ মৃগেন্দ্রবৎ ॥ ২ ॥

২। **অন্বয়** ঃ ভগবান্ অগ্রণী (পুরতঃ নির্গত সন্) তদ্ধেষিতৈঃ (তৈঃ হ্রেষা শব্দৈঃ) স্বগোকুলং ত্রাসয়ন্তং বালবিঘূর্ণিতাম্বুদং (পুচ্ছরোমভিঃ বিঘূর্ণিতাঃ মেঘাঃ যেন স তং) আজৌ (যুদ্ধ নিমিত্তে) আত্মানং (শ্রীকৃষ্ণঃ) মৃগয়ন্তং (অন্বেষয়ন্তং) তং কেশিনং উপাহ্বয়ৎ সঃ কেশী মৃগেন্দ্রবৎ (সিংহবৎ) ব্যনুদৎ (ননাদ)।

২। **মূলানুবাদ** ঃ সেই কেশীর হ্রেষাধ্বনিতে নিজগোকুলকে ভীত দেখে, লেজের ঝাপটায় মেঘরাশিকে বিঘূর্ণিত দেখে এবং ঐ দৈত্যকে যুদ্ধার্থে নিজেকে অন্বেষণ রত দেখে কৃষ্ণ নিজেই যমুনার পথে এগিয়ে গিয়ে তাকে প্রতি-আহ্বান জানালেন—সেই দৈত্য তখন সিংহনাদ করতে লাগল।

শেষো দেয়ঃ। নির্জরয়ন্ খুরাঘাতৈর্মহীং নিঃশেষেণ জীর্ণাং কুর্বন্ শটাভিঃ কেশরৈরবধূতানি কম্পিতানি অভ্রাণি বিমানানি চ তৈঃ সঙ্কুলং ব্যাপ্তং নভঃ কুর্বন্।বি° ১ ॥

১। **শ্রী বিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ এই ৩৭ অধ্যায়ে কেশী বধ, নারদের দ্বারা ভাবি-লীলা কীর্তন মুখে হরির স্তুতি, ব্যোমাসুরের চৌর্যক্রীড়া এবং ব্যোমবধ বর্ণিত হয়েছে। কংসের দ্বারা প্রেরিত কেশীকে ভগবান্ নিজ নিকটে ডাকলেন।— (দ্বিতীয় শ্লোকের সহিত অন্বয় করে ব্যাখ্যা)। নির্জরয়ণ্— খুরাঘাতে পৃথিবীকে নিঃশেষে জর্জরিত করে দিতে দিতে সটাভিঃ— স্কন্ধের দীর্ঘ লোমের ঝাপটায় চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হল মেঘ ও দেবরথ সকল, যার দ্বারা আকাশ ছেয়ে গেল। হ্রেষিত ইতি— হ্রেষা ধ্বনিতে নিখিল জীবকে ভীত করল। বি° ১ ॥

২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ স্বগোকুলং নিজব্রজং ত্রাসয়ন্তম ; তচ্চ শ্রীবৈশম্পায়নেনোক্তম্— 'নৃ-শব্দানুসরঃ ক্রুদ্ধঃ স কদাচিদ্দিনাগমে। জগাম ঘোষসংবাসং নোদিতঃ কালধর্ম্মণা। তং দৃষ্ট্বা দুদ্রুবুর্গোপাঃ স্ত্রিয়শ্চ শিশুভিঃ সহ ॥' ইত্যাদি। কথম্ভূতং স্বগোকুলম্ ? তং তাদৃশপ্রেমাস্পদমিত্যর্থঃ। যদ্বা, তস্য কেশিন ইব হেষিতৈরিতি সমস্তমেব। তৈস্তমুপাহ্বয়দিত্যন্বয়ঃ। তত্রাগ্রণীরিতি ভীতান্ গোষ্ঠজনান্ পৃষ্ঠীকৃত্য যমুনামার্গে নির্গতঃ সন্ স্বসমীপং প্রত্যাজুহাবেত্যর্থঃ। শ্রীগোবিন্দস্থানমুত্তরেণ যমুনাঘট্টবিশেষস্য কেশিঘট্ট-তীর্থত্বেন প্রসিদ্ধঃ। তথা চ বরাহে, যমুনামাহাত্ম্যে— 'গঙ্গা-শতগুণং পুণ্যা যত্র কেশী নিপাতিতঃ' ইতি। অত্র বিবরণং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে— 'ত্রাহি ত্রাহীতি গোবিন্দস্তেষাং শ্রুত্বা তদা বচঃ। সতোয়জলদধ্বান গভীরমিদমূক্তবান্ ॥ অলং ত্রাসেন গোপালাঃ কেশিনঃ কিং ভয়াতুরৈঃ। ভবদ্ভির্গোপজাতীয়ৈর্বীরবীর্য্যং বিলোপ্যতে ॥ কিমনেনাল্পসারেণ হেষিতাটোপ-

কারিণা। দৈত্যেয় বলবাহ্যেন বলিনা দুষ্টবাজিনা॥' ইতি। শ্রীহরিবংশে চ— 'তমাপতন্তং সংপ্রেক্ষ্য কেশিনং হয়দানবম্। প্রত্যুজ্জগাম গোবিন্দস্তোয়দঃ শশিনং যথা॥ কেশিনস্তু তমভ্যাসে দৃষ্ট্বা কৃষ্ণমবস্থিতম্। মনুষ্যবুদ্ধয়ো গোপাঃ কৃষ্ণমূচুর্হিতৈষিণঃ॥ কৃষ্ণ তাত ন খল্বেষ সহসা তে হয়াধমঃ। উপসর্প্যো ভবান্ বালঃ পাপশ্চৈষ দুরাসদঃ। এষ কংসস্য সহজঃ প্রাণস্তাত বহিশ্চর॥ উত্তমশ্চ হয়েন্দ্রাণাং দানবোঽপ্রতিমো যুধি। ত্রাসনঃ সর্ব্বদেবানাং তুরঙ্গানাং মহাবলঃ। অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং প্রথমঃ পাপকর্ম্মণাম্॥' ইতি। তত্র শশিনমিত্যুক্তেঃ কেশিনঃ শুক্ল এব বর্ণো জ্ঞেয়॥ জী°২॥

২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ গোকুলং**— নিজ ব্রজবাসিদের ভিতর **ত্রাসয়ন্তং**—ত্রাস সঞ্চার করতে করতে। সেই কথাই শ্রীবৈশম্পায়ণ এরূপে বলেছেন— "সিংহের মতো শব্দ করতে করতে ক্রুদ্ধ কেশী কদাচিৎ দিনের বেলায় কাল ধর্মে চালিত হয়ে ঘোষ পল্লীতে গিয়ে উপস্থিত হল। তাকে দেখে গোপগণ স্ত্রীলোক ও শিশুদের সহিত দৌড়িয়ে পালাতে লাগল ইত্যাদি। স্বগোকুল কিরূপ? **তৎ**— পূর্বে যেরূপ বলা হয়েছে, তাদৃশ প্রেমাস্পদ গোকুল। বা, [তৎ=তস্য] সেই কেশীর **হ্রেষিতৈঃ**—সিংহের মতো মুহুর্মুহু নাদের দ্বারা ত্রাসিত গোকুল—এর দ্বারা বুঝানো হল, স্বগোকুলের সকলকেই ত্রাসিত করছিল। সেই সিংহনাদে **তম্ উপাহ্বয়ৎ**— কৃষ্ণকে নিকটে আহ্বান করছিল। সকলকে ভীত দেখে কৃষ্ণ **অগ্রনীঃ**— সম্মুখে এগিয়ে গেলেন অর্থাৎ গোষ্ঠজনদের পিছনে করে যমুনার পথে পড়ে কেশীকে পাল্টা ডাক দিলেন নিজের নিকট আসতে। —শ্রীগোবিন্দমন্দিরের উত্তরে যমুনার ঘাট বিশেষের কেশীঘাট তীর্থ বলে প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীবরাহপুরাণেও যমুনা মাহাত্ম্যে এরূপই আছে— "গঙ্গার থেকে শতগুণ পবিত্র, যথায় কেশী বধ হয়েছিল।"

এ বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণে এরূপ বর্ণন আছে— "গোবিন্দ ব্রজবাসিদের 'ত্রাহি ত্রাহি' রব শুনে সজল মেঘ-গম্ভীর স্বরে এই কথা বললেন, হে গোপগণ! ভয়ের কি হয়েছে। এই তুচ্ছ কেশীকে দেখে ভয়াকুল হয়ে তোমরা গোপজাতীর সহজ বীরবীর্য বিলুপ্ত করবে কি? অহো অল্পবল, হ্রেষাধ্বনিতে আস্ফালনকারী, দৈত্যবলে বলীয়ান এই দুষ্ট কেশী করবেটা কি?" শ্রীহরিবংশে বর্ণিত আছে— "অশ্বরূপী দানব কেশী হঠাৎ তাঁর উপরে এসে পড়েছে দেখে কৃষ্ণ তার উপরে গিয়ে ঝাপিয়ে পড়লেন, মেঘ যেমন চাঁদের উপরে গিয়ে পড়ত তাকে ঢেকে দেয়। কৃষ্ণকে কেশীর নিকটে অবস্থিত দেখে হিতৈষী গোপগণ কৃষ্ণকে মনুষ্যবুদ্ধি করে বললেন— "হে বাপ কৃষ্ণ! হঠাৎই তুমি এই অশ্বাধমের নিকটে যেও না— তুমি হলে বালক, আর এ হল দুর্দ্ধর্ষ। হে বাপ, এ হল কংসের প্রাণতুল্য সহোদর বহিশ্চর। এ হল দানব, অশ্বশ্রেষ্ঠদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ, অতুলনীয় যোদ্ধা। এ হল সর্বদেবতার ত্রাসস্বরূপ, অশ্বের মধ্যে মহাবল, সর্বভূতের অবধ্য, পাপকর্মার অগ্রগণ্য।" —এই উদ্ধৃত শ্লোকে 'শশিনং' চন্দ্র পদটির ব্যবহারে কেশীর বর্ণ যে শুক্ল, তা বুঝা যাচ্ছে। জী°২॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** হ্রেষিতমশ্বজাতিশব্দঃ বালাঃ পুচ্ছলোমানি। স কেশী চ ব্যনদৎ॥বি°১॥

স তং নিশাম্যাভিমুখো মুখেন খং
পিবন্নিবাভ্যদ্রবদত্যমর্ষণঃ।
জঘান পদ্ম্যামরবিন্দলোচনং
দুরাসদশ্চণ্ডজবো দুরত্যয়ঃ ॥৩॥

তদ্বঞ্চয়িত্বা তমধোক্ষজো রুষা
প্রগৃহ্য দোর্ভ্যাং পরিবিধ্য পাদয়োঃ ॥
সাবজ্ঞমুৎসৃজ্য ধনুঃশতান্তরে
যথোরগং তার্ক্ষ্যসুতো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

৩। **অন্বয়** ঃ সঃ (কেশী) তং (শ্রীকৃষ্ণং) নিশাম্য (দৃষ্ট্বা) মুখেনখম্ (আকাশং) পিবন্নিব [মুখং বিবৃত্য] অভিমুখং [সন্] অভ্যদ্রবৎ (অভিজগাম) অত্যমর্ষিতঃ (অতি কুপিতঃ সন্) দুরাসদঃ (অন্যৈঃ অভিভবিতুমশক্যঃ) চণ্ডজবঃ (দুরতিক্রমঃ বেগঃ যস্য সঃ) দুরত্যয়ঃ (দুরতিক্রমঃ সঃ) পদ্ভ্যাং অরবিন্দলোচনং জঘান (প্রহারয়ামাস)।

৪। **অন্বয়** ঃ অধোক্ষজঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তৎ (তাদৃশমপি তৎপাদঘাতং) বঞ্চয়িত্বা রুষা দোর্ভ্যাং (হস্তাভ্যাং) পাদয়োঃ প্রগৃহ্য পরিবিধ্য (ভ্রাময়িত্বা) তার্ক্ষ্যসুতঃ (গরুড়ঃ) উরগং (সর্পং) যথা (দূরে নিক্ষিপতি তথা) সাবজ্ঞম্ (অবজ্ঞয়া সহ) ধনুঃশতান্তরে (চতুঃশত হস্তান্তরে) উৎসৃজ্য (নিক্ষিপ্য) ব্যবস্থিতঃ (স্বয়ং নিশ্চলং যথাস্থানং স্থিতঃ)।

৩। **মূলানুবাদ** : অতঃপর দুর্ধর্ষ, দুরতিক্রম, তীব্রবেগশালী সেই কেশী অরবিন্দ-লোচন কৃষ্ণকে দর্শন করে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে আকাশ গেলার মতো হাঁ করে তাঁর দিকে ছুটে গিয়ে পিছনের জোড়া পায় চাট্ মারল।

৪। **মূলানুবাদঃ** তখন ইন্দ্রিয়াতীত শ্রীকৃষ্ণ ঐ চাট্ এড়িয়ে গিয়ে ক্রোধে নিজ হস্তদ্বয়ে তার প্রসারিত পাদদ্বয় ধরে নিয়ে শূন্যে ঘুরাতে ঘুরাতে হেলায় চারশ হাত দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, যেমন গরুড় সাপকে দেয়। নিজে স্বস্থানেই বিশেষ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রইলেন।

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ বালাং— পুচ্ছলোম। স - কেশীও মৃগেন্দ্রবৎ— সিংহের মতো ব্যনদন্— ধ্বনি করল অর্থাৎ সিংহনাদ করল। বি°২ ॥

৩। **শ্রীজীব বৈ তো° টীকা** ঃ জঘান হন্তুং প্রবৃত্তঃ, অরবিন্দলোচনমিতি প্রফুল্লপদ্মাভ স্মের-নেত্রোন্মীলনেন বীক্ষণাদিতি সাবজ্ঞত্বমুক্তম্। যদ্বা, শ্রীবাদরায়ণেস্তন্নিন্দোক্তিরিয়ং তাদৃশসুন্দরসুকুমারাঙ্গে দৃষ্টেঽপি তদ্দুষ্টভাবানপগমাৎ। নিশম্য নিশাম্য দৃষ্ট্বেত্যর্থঃ, দুরাসদো দুগ্রহঃ। যতশ্চণ্ডজবঃ, অতএব দুরত্যয়ঃ দুরভিভব ইতি।

সঃ লব্ধসংজ্ঞঃ পুনরুত্থিতো রুষা
ব্যাদায় কেশী তরসাপতদ্ধরিম্।
সোঽপ্যস্য বক্ত্রে ভুজমুত্তরং স্ময়ন্
প্রবেশয়ামাস যথোরগং বিলে ॥৫॥

৫। **অন্বয়ঃ** সঃ কেশী লব্ধসংজ্ঞঃ (প্রাপ্ত চেতনা ঃ) পুনঃ উত্থিতঃ [সন্] ব্যাদায় মুখং প্রসার্য রুষা (ক্রোধেন) তরসা (বেগেন) হরিং আপতৎ (হরিং প্রতি আজগাম) সঃ (হরিঃ) অপি [তদা] স্ময়ন্ (হসন্) বিলে (গর্তে) উরগং (সর্পং) যথা (ইব) অস্য (কশিনঃ) বক্ত্রে (মুখগহ্বরে) উত্তরং ভুজং (বাম বাহুং) প্রবেশয়ামাস।

৫। **মূলানুবাদ ঃ** সেই মহাদুষ্ট কেশী চেতনা লাভ করত গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে পুনরায় ক্রোধের সহিত শ্রীকৃষ্ণের দিকে ছুটে গেল। শ্রীকৃষ্ণও উপহাস করতে করতে তার মুখগহ্বরে বাম বাহু ঢুকিয়ে দিলেন ইঁদুরের গর্তে যেমন সাপ তার দেহটিকে ঢুকিয়ে দেয়।

৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** **জঘান**—(কেশী) বধ করতে প্রবৃত্ত হলেন কৃষ্ণ। **অরবিন্দলোচনং**—এই পদের ধ্বনি প্রফুল্ল পদ্মাভ মৃদু হাস্যযুক্ত বড় বড় চোখে বিশেষ ভঙ্গীতে চেয়ে দেখায় অসুরের প্রতি কৃষ্ণের অবজ্ঞা বুঝা যাচ্ছে। অথবা, 'অরবিন্দলোচন' কথাটি ঐ অসুরের প্রতি শ্রীশুকের নিন্দা উক্তি—তাদৃশ সুন্দর সুকুমার অঙ্গ দর্শন করেও তাঁর দুষ্টভাব গেল না তাই নিন্দা। **নিশাম্য**—নিশম্য অর্থাৎ দর্শন করে। **দুরাসদ**—কষ্টগ্রাহ্য কারণ, তীব্রবেগশালী। **দুরত্যয়** - দুরতিক্রম। জী° ৩॥

৩। **বিশ্বনাথ টীকা ঃ** স কেশী তং শ্রীকৃষ্ণং নিশাম্য দৃষ্ট্বা দুরাসদঃ অন্যৈনিকটমপি গন্তুমশক্যঃ। দুরত্যয়ঃ কুতঃ পুনরতিক্রমিতুং শক্য ইত্যর্থঃ॥ বি°৩॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ স**—কেশী **তং**—শ্রীকৃষ্ণং। **নিশাম্য**='দৃষ্ট্বা' অর্থাৎ দেখে (কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হল)। **দুরাসদঃ**—অন্যে যার নিকটেও যেতে অসমর্থ (সেই কেশী)। **দুরত্যয়ঃ**—অতিক্রম করতে অন্যে যে অসমর্থ, এ কথা আর বলবার কি আছে? এরূপ অর্থ। বি° ৩॥

৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** তং তাদৃশমপি। অধোক্ষজ ইন্দ্রিয়জ্ঞানাবিষয়ো যঃ স কথং তৎপাদঘাতবিষয়ঃ স্যাৎ? ইত্যহো তস্য মূঢ়তেতি ভাবঃ। অতএব বঞ্চয়িত্বা, রুষা স্বগোকুলত্রাসনতঃ। যদ্বা, অকারপ্রশ্লেষেণ অরুষা লীলয়ৈবেত্যর্থঃ। উৎসৃজ্য প্রক্ষিপ্য ততশ্চ কেশী মুমূর্হেতি জ্ঞেয়ম্। জী°৪॥

৪। **শ্রীজীব তো° বৈ° টীকানুবাদ ঃ** **তৎবঞ্চয়িত্বা**—তাদৃশ হলেও সেই পদাঘাত বঞ্চনা করে। **অধোক্ষজ**—কৃষ্ণ হলেন ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অবিষয়, তিনি কি করে সেই কেশীর পদাঘাতের বিষয় হতে পারেন? —অহো কেশীর মূঢ়তা, এরূপ ভাব এই 'অধোক্ষজ' পদের। অতএব **বঞ্চয়িত্বা** - ঐ পদাঘাতকে কাটান দিয়ে। **রুষা**—ক্রোধে, নিজ গোকুলে ত্রাস সঞ্চার করেছিল বলে কৃষ্ণের ক্রোধ।

দন্তা নিপেতুর্ভগবদ্ভুজস্পৃশ-
স্তে কেশিনস্তপ্তময়স্পৃশো যথা।
বাহুশ্চ তদ্দেহগতো মহাত্মনো
যথাময়ঃ সংববৃধ্রে উপেক্ষিতঃ ॥ ৬ ॥

৬। **অন্বয়** ঃ ভগবদ্ভুজস্পৃশঃ (ভগবদ্ভুজং স্পৃশন্তীতি তথা) কেশিনঃ তে দন্তাঃ তপ্তময়ঃস্পৃশঃ (লৌহপিণ্ডং স্পৃশন্তঃ পদার্থাঃ) যথা [নিপতন্তি তথা] নিপেতুঃ। তদ্দেহগতঃ (তস্য কেশিনঃ দেহগতঃ) মহাত্মনঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) বাহু চ উপেক্ষিতঃ (অচিকিৎসিতঃ) আময়ঃ (জলোদরঃ) যথা (বর্দ্ধতে তথা) সংববৃধে।

৬। **মূলানুবাদ** ঃ অতঃপর কেশীর দন্তরাজি যেই সর্বৈশ্বর্যযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের বাহু স্পর্শ করল অমনি তপ্তলৌহস্পর্শী বস্তুর ন্যায় সমূলে খুলে পড়ে গেল। কেশীর দেহগত অসীম শরীরী কৃষ্ণের হস্তও অচিকিৎস উদরী রোগের ন্যায় বেড়ে উঠতে লাগল।

অথবা, 'অ' কার যোগ করে নিয়ে 'অরুষা' লীলায় অসুরকে ধারণ করলেন কৃষ্ণ। **উৎসৃজ্য**—ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এতে কেশী মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হল, এরূপ ভাব। জী°৪ ॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ তৎ হননং বঞ্চয়িত্বা তং দোর্ভ্যাং স্বহস্তাভ্যাং হস্তং প্রসারিতয়োঃ পদয়োঃ প্রগৃহ্য পরিবিধ্য ভ্রাময়িত্বা বিশেষেণ স্বস্থান এবাবস্থিতঃ। বি°৪ ॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **তৎ**— কেশীকৃত পাদপ্রহার (ব্যর্থ করে দিয়ে)। **তম্ দোর্ভ্যাং প্রগৃহ্য**— নিজ বাহু যুগলের দ্বারা কেশীর প্রসারিত পদদ্বয় ধারণ করে। **পরিবিধ্য**— তাকে ঘুরিয়ে দূরে নিক্ষেপ করত **ব্যবস্থিত**— [বি + অবস্থিত] বিশেষ ভঙ্গীতে স্বস্থানে দাঁড়িয়ে রইলেন কৃষ্ণ। বি°৪ ॥

৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ স মহাদুষ্টঃ উৎসৃষ্টোঽপীতি বা, যথেতি যথা কশ্চিদুরগং তৎক্রীড়াকৌতুকী তদনিষ্ট-শঙ্কারহিতঃ কেশিপ্রাণস্থানীয়মূষিকবিলং প্রবেশয়তি, তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ জী° ৫ ॥

৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **সঃ**— সেই মহাদুষ্ট কেশী, বা নিক্ষিপ্ত হয়েও সেই কেশী। যথা উরগং বিলে সাপ-খেলা-কৌতুকী কোনও সাপুড়ে যেমন সাপ থেকে অনিষ্টের শঙ্কা রহিত হয়ে ইঁদুরের গর্তে হাত ঢুকিয়ে দেয়, সেইরূপ কৃষ্ণ ঐ দানবের প্রাণস্থানীয় মুখগহ্বরে বাম বাহু ঢুকিয়ে দিলেন। জী ৫ ॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ সংজ্ঞা চেতনা, ব্যাদায় মুখং প্রসার্য। হরিং প্রত্যাপতদাদ্রবৎ। স হরিরপি স্ময়মান ইতি 'কিমরে গ্রসিতুমায়াসি গ্রসে'তি বামাঙ্গুষ্ঠং দর্শয়িত্বা উত্তরং বামং ভুজং যথেতি মূষকং ঘাতয়িতুং মূষকবিলে যথা কশ্চিদুরগং প্রবেশয়তি তথৈব কেশিপ্রাণঘাতার্থং তস্য বক্ত্রে ইতি। উরগশ্চ সস্পৃহমকষ্টমেব যথা তত্র প্রবিশতি তথৈব ভুজোঽপি প্রবিবেশ ॥ বি ৫ ॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ লব্ধসংজ্ঞঃ**—লব্ধ চেতনা। **ব্যাদায়**—মুখ ব্যাদন করে। **হরিম্**—হরির প্রতি **অপতৎ**—ছুটে গেল। **সোঽপি**—হরিও **স্ময়ন্**—উপহাস করতে করতে—'কিরে গ্রাস করতে চাস, এই নে গ্রাস কর' এই বলে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে **যথা ইতি**—ইঁদুর মারবার জন্য ইঁদুরের গর্তে যথা কোনও **উরগং**—সর্প ঢোকে, সেইরূপে কেশির প্রাণ নাশের জন্য তার **মুখ** গহ্বরে **উত্তরং**—বামবাহু, (ঢুকিয়ে দিলেন)। সর্প যেমন স্পৃহার সহিত বিনা কষ্টেই ইঁদুরের গর্তে ঢোকে সেইরূপ তাঁর বাহুও ঢুকল। বিঃ ৫॥

৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** নিতরাং নির্ম্মূলতয়া পেতুঃ; তথা চ শ্রীহরিবংশে —'দশনৈর্ম্মূলনির্ম্মুক্তৈঃ' ইতি। ভগবতঃ সর্বৈশ্বর্য্যযুক্তস্য ভুজস্পৃশ ইতি ভুজস্যাবিকৃতত্বং স্পর্শমাত্রেণৈব দন্তানাং পতনঞ্চ অভিপ্রেতম, তে বজ্রোপমা মহাস্থূলাঃ, তথা চ বিষ্ণুপুরাণে—'সিতাভ্রাবয়বা ইব' ইতি। অয় ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠ্যভাবঃ—'ধায়ৈরামোদমুত্তমম্' ইতি ভট্টিকাব্যবত্তদর্হনির্দ্দেশাৎ। তপ্তমিতি বিশেষণাত্তু ন সমস্তম্, পক্ষে তপ্তং তাপঃ, ভাবে ক্তঃ। তন্ময়ং দ্রব্যং লোহাদি স্পৃশন্তীতি তথা তে, অতিতপ্তলোহাদি স্পর্শমাত্রেণ দন্তানাং সদ্যো নিপাতদর্শনাৎ। বৈকল্পিক-বিসর্গলোপাদুভয়ত্র নির্বিসর্গত্বং যুক্তম্। মহাত্মনঃ অপরিচ্ছিন্ন-মূর্ত্তেরিতি তদ্বাহোর্ব্বৃদ্ধির্নাম তাবদ্দেশপ্রাকট্যমেব, ততস্তত্র শৈঘ্র্যমপি নাদ্ভুতমিতি ভাবঃ। সমাক্ প্রাণাদি-মার্গ-সংনিরোধেন ববৃধে, হি নিশ্চিতং, তচ্চ নান্যৈর্লক্ষিতমিতি তদ্দেহগত ইত্যনেন বোধিতম্। একাংশে দৃষ্টান্তঃ—যথাময় ইতি। তদ্বিধেষু দুঃখরূপত্বেন ভানাৎ, নাশনায় সহসান্তরঙ্গেষু বৃদ্ধেশ্চ। জী° ৬॥

৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ নিপেতুঃ** নির্মূলরূপে খুলে পড়ল। শ্রীহরিবংশে সেরূপই আছে, যথা—"দাঁত সমূলে খুলে পড়ল।" **ভগবতঃভুজস্পৃশঃ**—সর্বৈশ্বর্যযুক্ত কৃষ্ণের বাহুর **স্পৃশঃ**—স্পর্শ মাত্রেই খুলে পড়ল,—এই বাক্যের অভিপ্রায় হল,—বাহু বিকার প্রাপ্ত হল না, স্পর্শমাত্রেই দন্তগুলি খুলে পড়ল **তে**—কেশীর দন্তগুলি বজ্রের মতো **মহাস্থূল** হলেও। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও সেরূপই আছে, যথা—"বজ্রের মতো।" অতি তপ্ত লোহার স্পর্শে সদ্যই দন্ত খুলে পড়ে যেতে দেখা যায়, তাই এই উপমা। **মহাত্মনঃ**—[মহা + আত্মনঃ] অসীম শরীরধারী হওয়া হেতু তাঁর বাহুর বৃদ্ধির আর কি কথা, সমস্ত দেশ জুরেই তো তা প্রকাশ হয়ে রয়েছে। অতএব এই টক্ করে বাড়াটা কিছু অদ্ভুত নয়, এরূপ ভাব। প্রাণ নির্গত হওয়ার পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়ে বাড়ল। অন্যের অলক্ষিতেই ইহা ঘটল - এতে বুঝা যাচ্ছে কৃষ্ণের হাত ঐ অসুরের দেহগত ছিল। একাংশে দৃষ্টান্ত—যথা **অনয় ইতি**—উদরী। ঐ রোগ দেহের ভিতরে সহসা বেড়ে উঠে বিষম দুঃখ দেয়, কৃষ্ণের হাতও অসুরের দেহের মধ্যে সহসা বেড়ে উঠল, তার বিনাশের কারণ হল, তাই উপমা হলেও, ইহা আংশিক উপমা। জী° ৬॥

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** হন্ত হন্ত দংষ্ট্রাকরালে তস্য বক্ত্রবিবরে নীলোৎপলমৃণালসুকুমারস্তস্য

সমেধমানেন স কৃষ্ণবাহুনা
নিরুদ্ধবায়ুশ্চরণাংশ্চ বিক্ষিপন্।
প্রস্বিন্নগাত্রঃ পরিবৃত্তলোচনঃ
পপাত লণ্ডং বিসৃজন্ ক্ষিতৌ ব্যসুঃ ॥৭॥

৭। **অন্বয়** ঃ সমেধমানেন (সংবর্দ্ধমানেন) কৃষ্ণবাহুনা নিরুদ্ধবায়ুঃ সঃ (কেশী) চরণান্ বিক্ষিপন্ প্রস্বিন্নগাত্রঃ (ঘর্মাক্ত দেহঃ) পরিবৃত্তলোচনঃ (বিকৃত নেত্রঃ) লণ্ডং (পুরীষং) বিসৃজন্ ত্যজন্ ব্যসুঃ (বিগতপ্রাণঃ সন্) ক্ষিতৌ পপাত।

৭। **মূলানুবাদ** ঃ এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের ক্রম-বর্ধমান বাহুদ্বারা কেশীর শ্বাস বন্ধ হয়ে উঠলে সে ইতস্ততঃ পদনিক্ষেপ করতে করতে ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে বিস্ফারিত নয়নে পুরীষ ত্যাগ করতে করতে বিগতপ্রাণ হয়ে ধরাশায়ী হল।

ভুজঃ কথং প্রবিবেশেতি শঙ্কাকুলং রাজানং তত্ত্বমাহ,—দন্তা ইতি। চর্বণায় ভগবদ্ভুজং স্পৃশন্তীতি তথা তে দন্তা নিপেতুঃ নির্মূলতয়া পেতুঃ। তপ্তময়ঃ লোহং স্পৃশন্তীতি স্পৃশঃ পদার্থা যথা অয় ইতি কর্মণি ষষ্ঠ্যভাবো ধারৈরামোদমুত্তমমিতি নির্দেশাৎ। নীলোৎপলসুকুমারশীতলমপি তদ্ভুজমতিসন্তপ্তবজ্রনির্মিতমিব কেশী স্বদন্তৈঃ স্পৃষ্টা অমন্যতেতি ভাবঃ। "পিত্তেন দূনে রসনে সিতাপি তিক্তায়তে" ইতি ন্যায়াৎ বব্রধে ইতি বৃদ্ধিরঘাসুরবধ ইব ব্যাখ্যেয়া। আময়ো জলোদরম্। বি°৬॥

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ হায় হায় ভয়ঙ্কর দাঁতাল কেশীর মুখ-গহ্বরে নীলোৎপলমৃণালের মতো অতি কোমল তাঁর বাহু কি করে প্রবেশ করালেন, এইরূপ আশঙ্কায় আকুল রাজা পরিক্ষীৎকে এর তত্ত্ব বলা হচ্ছে—দন্তা ইতি। চর্বনের জন্য যেই কৃষ্ণের বাহু স্পর্শ করল অমনি ঐ অসুরের দাঁত-সমূহ **নিপেতুঃ**—সমূলে খুলে পড়ে গেল, **তপ্তময়ঃ**—[তপ্তম্ + অয়ঃ = লোহং] তপ্তলোহার স্পর্শ লাগা পদার্থের মতো। কৃষ্ণের বাহু নীলোৎপলের মতো অতি কোমল ও শীতল হলেও নিজ দাঁতে স্পর্শ করে ঐ অসুরের মনে হল, অতি সন্তপ্ত বজ্রনির্মিতের মতো। — 'পিত্তদূষিত রসণায় মিছরিখণ্ডও যেমন তেতো লাগে।' **সংববৃধে**— কেশীর মুখগহ্বরে কৃষ্ণের হাত বাড়তে লাগল যেমন সহসা বেড়েছিল অঘাসুরের গলায় তার মৃত্যুকালে। **আময়**—উদরী রোগ। বি°৬॥

৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ সম্যগেধমানেনেতি। যাবতা তদ্দেহো বিদারিতঃ স্যাত্তাবত্তস্যাভিপ্রায়েণ তদ্দেহবিদারণেনৈব তন্মৃত্যোর্বিহিতত্বাৎ। তথা চ শ্রীহরিবংশে শ্রীনারদবাক্যম্—'যত্ত্বয়া পাটিতং দেহং ভুজেনানতপর্ব্বণা। এষোঽস্য মৃত্যুরহ্যায় বিহিতো বিশ্বযোনিনা' ॥ জি° ৭॥

৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **সমেধমানেন** – [সম্যক্ + এধমানেন] সম্যক্ রূপে ফুলে উঠা (কৃষ্ণ বাহুদ্বারা)—যাবৎ অসুরের দেহ ফেটে দুফালা না হয়, তাবৎ ফোলা কৃষ্ণের অভিপ্রায়, কারণ দেহ ফেটেই ঐ অসুরের মৃত্যু বিহিত হয়ে আছে। শ্রীহরিবংশেও শ্রীনারদবাক্যে এরূপ

তদ্দেহতঃ কর্কটিকাফলোপমাদ্
ব্যসোরপাকৃষ্য ভুজং মহাভুজঃ
অবিস্মিতোঽযত্নহতারিকঃ সুরৈঃ
প্রসূনবর্ষৈর্বর্ষদ্ভিরীড়িতঃ ॥ ৮ ॥

৮। অন্বয় ঃ মহাভুজঃ [শ্রীকৃষ্ণঃ] কর্কটিকা ফলোপমাৎ ব্যাসোঃ (বিগতপ্রাণাৎ) তদ্দেহতঃ ভুজং অপাকৃষ্য (বহিঃ আকৃষ্য) অযত্ন হতারিকঃ (অযত্নেন হতঃ অরিঃ যেন সঃ তথা অপি) অবিস্মিতঃ (গর্বহীনঃ কৃষ্ণঃ) প্রসূনবর্ষৈঃ (কুসুমবর্ষৈঃ কৃত্বা) বর্ষদ্ভিঃ (প্রসূনবর্ষাণি বহুশঃ কুর্বদ্ভিঃ) সুরৈঃ ঈড়িতঃ।

৮। মূলানুবাদ ঃ তখন মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ ফুটিফাটা কেশিদেহ থেকে নিজ বাহু টেনে বের করে আনলেন। অনায়াসে শত্রুবিনাশক হয়েও গর্বিত হলেন না। দেবতাগণ প্রবল পুষ্প বৃষ্টিপাতের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করতে লাগলেন।

আছে—"যখন তুমি আজানুলম্বিত ভুজের দ্বারা ঐ অসুরকে ফেরে ফেলবে তখনই ঝটিতি তার মরণ হবে, ইহাই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার বিধান।" ॥জী° ৭॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ লণ্ডং পুরীষম্ ॥ বি° ৭॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ লণ্ডং—ঘোড়ার নাদা ॥ বি° ৭॥

৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ কর্কটিকাফলোপমাদিত্যত্র বিশেষঃ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'দ্বিপাদ-পুচ্ছ-পৃষ্ঠার্দ্ধ শ্রবণৈকাক্ষি নাসিকে। কেশিনস্তেদ্বিধা - ভূতে শকলে চ বিরেজতুঃ॥' ইতি। অযত্নহতারিকাঽপ্য-বিস্মিত', অহমেবং কর্ত্তেতি বিস্ময়াত্মকগর্ব্বরহিতঃ। যদ্বা, তাদৃশ-দুষ্ট মহাভীষণ-বধেঽপি অরিগতস্মিতঃ অশ্রমেণ লীলয়ৈব মারণাৎ। তদেবাহ—অযত্নেতি। তথা চোক্তং শ্রীপরাশরেণ—'অনায়স্ত-তনুঃ স্বস্থো হসংস্তত্রৈব সংস্থিতঃ' ইতি। প্রসূনবর্ষৈঃ কৃত্বা বর্ষদ্ভিরিতি প্রসূনবর্ষাণি বহুশঃ কুর্বদ্ভিরিত্যর্থঃ। হতা-রিরুৎস্ময়ৈরিতি পাঠে সুরৈরিত্যধ্যাহার্য্যম্। এতদনন্তরঞ্চ শ্রীপরাশরঃ—'ততো গোপাশ্চ গোপ্যশ্চ হতে কেশিনি বিস্মিতাঃ। তুষ্টুবুঃ পুণ্ডরীকাক্ষমনুরাগ-মনোরমম্॥' ইতি। বৈশম্পায়নশ্চ—'তং হতং কেশিনং দৃষ্ট্বা গোপা গোপস্ত্রিয়স্তথা। বভূবুর্মুদিতাঃ সর্বে হতবিঘ্না হতক্রমাঃ॥ দামোদরন্তু শ্রীমন্তং যথাস্থানং যথাবয়ঃ। অভ্যনন্দন প্রিয়ৈর্বাক্যৈঃ পূজয়ন্তঃ পুনঃপুনঃ॥' ইতি॥

কৃষ্ণভক্তেরাদিগুরুং মহাভাগবতোত্তমম্।
দেবর্ষিং নারদং বন্দে কৃষ্ণলীলা-প্রবর্ত্তকম্॥ ॥ জী° ৮॥

৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ কর্কটিকাফলোপমাৎ দেহতঃ—ফুটির সহিত উপমা যার সেই দেহ থেকে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে কিছু বিশেষ আছে এ সম্বন্ধে. যথা—"দু পা, পুচ্ছ, পৃষ্ঠার্ধ, এক কান, এক চোখ, এক নাক—এইরূপে দ্বিধাভূত কেশী ভূতলে পড়ে রইল।" অযত্নহতারিকঃ—অনায়াসে শত্রু বিনাশক হয়েও কৃষ্ণ অবিস্মিতঃ—আমিই কর্তা এরূপ বিস্ময়াত্মক গর্বরহিত। অথবা,

দেবর্ষিরুপসঙ্গম্য ভাগবতপ্রবরো নৃপ।
কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্মাণং রহস্যেতদভাষত ॥ ৯ ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণাপ্রমেয়াত্মন্ যোগেশ জগদীশ্বর।
বাসুদেবাখিলাবাস সাত্বতাং প্রবর প্রভো ॥১০॥

৯। **অন্বয়ঃ** [হে] নৃপ। ভাগবত প্রবরঃ দেবর্ষিঃ উপসংগম্য (সমীপমাগত্য) অক্লিষ্টকর্মাণং (ক্লেশরাহিত্যেন কর্মকুর্বাণং) কৃষ্ণং [প্রতি] রহসি এতৎ অভাসত (উবাচ)।

১০। **অন্বয়ঃ** হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ! হে অপ্রমেয়াত্মন্! হে যোগেশ! হে জগদীশ্বর! হে বাসুদেব! হে অখিলাবাস! হে সাত্বতাং প্রবর! হে প্রভো!

৯॥ **মূলানুবাদঃ** শ্রীবৃন্দাবন লীলা সমাপন করে এবার মথুরালীলা দেখাবেন, এই কথাটা নিবেদন করার উদ্দেশ্যে এই প্রকরণে শ্রীনারদের শ্রীকৃষ্ণ-স্তব।

হে রাজন্! অতঃপর ভাগবত প্রবর দেবর্ষি নারদ অক্লিষ্ট কর্মা কৃষ্ণের নিকট নির্জনে এরূপ নিবেদন করতে লাগলেন—

১০। **মূলানুবাদঃ** হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ! হে বুদ্ধি অগম্য মনোবিশিষ্ট! হে যোগমায়া-অধীশ্বর! হে জগদীশ্বর! হে বাসুদেব! হে অখিল ভক্তদের মথুরা-বাস দাতা! হে যাদব শ্রেষ্ঠ! হে সর্বসমর্থ!

[অবিগত + স্মিতঃ] তাদৃশ দুষ্ট-মহাভীষণ বধেও মুখে মধুর হাসিটি লেগেই আছে, বিনাশ্রমে লীলায় মারণ হেতু। তাই পর পরই ব্যবহার হল 'অযত্ন' শব্দটি। শ্রীপরাশরও এরূপই বলেছেন, "ক্লেশ ও উদ্বেগ রহিত শরীরধারী কৃষ্ণ হাসিমুখে সেখানেই দাড়িয়ে রইলেন।" **প্রসূনবর্ষৈঃ বর্ষদ্ভিঃ সুরৈঃ** পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা একেবারে বর্ষা করে দিলেন অর্থাৎ বহু বহু পুষ্পবৃষ্টিকারী হলেন (দেবতাগণ)। [অথবা পুষ্পবৃষ্টি করলেন দেবতাগণ, **বর্ষদ্ভিঃ** - অন্য অভিলষিত বস্তুও বহু বহু দান করলেন দেবতাগণ। —শ্রীসনাতন]

এরপর শ্রীপরাশরও এরূপ বলেছেন,—"অতঃপর কেশী হত হলে গোপ-গোপীগণ বিস্মিত হয়ে কমলনয়ন কৃষ্ণকে অনুরাগে মনোরম স্তুতি করতে লাগলেন।"

শ্রীবৈশম্পায়নও এরূপ বলেছেন—"সেই হত কেশীকে দেখে বিঘ্নমুক্ত ও অবসন্নতা রহিত হয়ে গোপ-গোপীগণ আনন্দিত হলেন। যার যেরূপ বয়স ও সম্বন্ধ সেই অনুসারে যথাযোগ্য অভিনন্দন জানিয়ে তাঁরা প্রিয়বাক্যে কৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ সংমাননা করতে লাগলেন। জী° ৮ ॥

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ কর্কটিকাফলং হি পক্কমতিবিদীর্ণং স্যাত্তত্তুল্যাৎ। অবিস্মিতঃ তাদৃশ মহাসুরহননেনাপি বিশিষ্টগর্বরহিতঃ। যতোঽযত্নেন প্রয়াসাভাবেনৈব হতোঽরির্যেন সঃ। প্রসূনানি বর্ষাদ্ভিঃ শ্রমাপনোদনার্থং জলকণাপি বর্ষদ্ভিঃ ॥ বি° ৮ ॥

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ কর্কটিকা ইতি** - ফুটি যেমন পেকে গেলে ফেটে চৌচির হয়ে যায়, সেইরূপ হয়ে গেল অসুরের দেহ। বি° ৮॥

৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** ভাষ্যস্য রহস্যত্বাদ্রহস্যভাষত। অন্যত্তৈঃ। তত্র সর্ব্ব-সুহৃদিতি ব্রজেঽপি সেনাসহিতকংস-জরাসন্ধাদ্যাগমনভয়নিবর্ত্তনায় তথাচরণাৎ, ক সাদেরপি মুক্তিপর্য্যবসায়কত্বাৎ। যদ্বা, দিব্যজ্ঞানত্বাৎ দেবশ্চাসৌ ঋষিশ্চেতি শ্রীগোপালমন্ত্রগণদ্রষ্টা চ, ইতি পরমান্তরঙ্গত্বং সূচিতম্। ভাগবতপ্রবর ইতি— ভগবতো লীলাধিকারনিযুক্তভক্তেষু শ্রেষ্ঠঃ, ততস্তৎসম্পাদনার্থং তস্য তথা চেষ্টা রহস্যাগত্য নিবেদনঞ্চ যুজ্যত এবেতি ভাবঃ। জী°৯॥

৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** কৃষ্ণভক্তির আদিগুরু মহাভাগবতোত্তম, কৃষ্ণলীলা প্রবর্তক দেবর্ষি নারদকে বন্দনা করছি। 'রহসি+এতদ্‌+অভাষত' যে কথা নারদ বলবেন, তা গোপন বিষয় হওয়া হেতু নির্জনে বললেন। [শ্রীস্বামিপাদ -- এই নারদ একজন কথক মাত্র নয়, কিন্তু সর্বসুহৃদ্‌, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, ভাগবতপ্রবর ইতি]— এখানে শ্রীনারদকে 'সর্বসুহৃদ্‌' বলার হেতু—ব্রজেও সেনা সহিত কংস জরাসন্ধাদির আগমন হতে পারে, এই ভয় নিবারণের জন্য শ্রীনারদের নির্জনে এই মন্ত্রণা দান প্রভৃতি আচরণ, যা কংসাদিরও মুক্তি-পর্যবসায়ক। (এইরূপে স্বামিপাদের টীকার বিশ্লেষণের পর শ্রীজীবের নিজস্ব ব্যাখ্যা) অথবা, **দেবর্ষি**— দিব্যজ্ঞান থাকা হেতু দেব এবং **ঋষি**— শ্রীগোপালমন্ত্রগণ দ্রষ্টা—এইরূপে শ্রীনারদ যে কৃষ্ণের পরম অন্তরঙ্গ, তাই সূচিত হল। **ভাগবতপ্রবর ইতি** - ভগবানের লীলাধিকারে আদেশ প্রাপ্ত ভক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতএব সেই লীলা সম্পাদনের জন্য শ্রীনারদের তথা চেষ্টা গোপনে এসে নিবেদন ঠিকই হয়েছে, এরূপ ভাব। জী°৯॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ব্রজলীলাং সমাপ্যাস্মাং লীলাং দর্শয় মাথুরীম্। ইত্যাবেদয়িতুং তত্র দেবর্ষিস্তুষ্টুবে প্রভুম্॥ ভাগবতপ্রবর ইতি। মথুরাস্থনামপি ভাগবতানাং প্রকৃষ্টো বরো মনোরথসিদ্ধির্যস্মাৎ সঃ। অক্লিষ্টেন অক্লেশেনৈব কর্ম কেশিবধাদিকং যস্য তম্। বি°৯॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** বৃন্দাবন লীলা সমাপন হল, এবার হে প্রভু আপনি নিজের মাথুরলীলা দেখান, এই কথাটা নিবেদন করার জন্য এই প্রকরণে দেবর্ষী নারদ প্রভু কৃষ্ণকে স্তব করছেন। **ভাগবতপ্রবর** - মথুরাস্থ ভাগবতগণেরও [প্র+বর] প্রকৃষ্ট 'বর' অর্থাৎ মনোরথ সিদ্ধি যাঁর থেকে হয় সেই নারদ। **অক্লিষ্টেন কর্মাণং**— অক্লেশেই কেশিবধাদি কর্ম যিনি করেছেন সেই কৃষ্ণকে। বি°৯॥

১০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** ময়া যৎ কংসং প্রতি সূচিতং, তদ্ভবদীয়-তাদৃশলীলাবসরং জ্ঞাত্বৈব, যতো ভবৎপ্রসাদেন ভবতস্তত্ত্বং লীলানুক্রমঞ্চ জানামীতি জ্ঞাপয়ন্নাহ—কৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যেকাদশভিঃ। তত্র তত্ত্বং তাবদাহ ত্রিভিঃ। তত্রৈব কৃষ্ণেতি যুগ্মকম্। তত্র চ শ্রীকৃষ্ণরূপত্বমেব মূলমিত্যাশয়েন প্রথমং তন্ন ম্না সম্বোধয়তি—কৃষ্ণেতি, বীপ্সা তন্নির্দ্ধারণায়। পরমমধুরস্বলীলাবিষ্টস্য তস্য তেনৈবাত্মন্যবধানং স্যাদিত্যেতদর্থায় চ। মূলরূপত্বমেব স্পষ্টয়ন্ শ্রীকৃষ্ণস্য স্বরূপলক্ষণমাহ— অপ্রমেয়াত্মন্ সর্বাতীতত্বেনানন্ত্যেন

চাপ্রেময়ঃ সর্বাপরিচ্ছেদ্যঃ, স্বস্যাপি বিস্মাপক আত্মা স্বয়ং ভগবদ্রূপং স্বরূপং যস্য হে তথাভূত। তটস্থ-লক্ষণান্যাহ—হে যোগাপরপর্য্যায়য়া যোগমায়য়া পূর্ণস্বরূপশক্ত্যা ঈশানলীল, অতএব হে প্রাপঞ্চিকা-প্রাপঞ্চিকা-কৃৎস্নস্যেশ্বর, অতএব হে তত্র তত্র সর্ব্বত্র বিভূত্বাদ্বসন্ বিরাজমান, অতএব হে তত্তদাশ্রয়! তত্র স্পষ্টমেব শ্রীকৃষ্ণত্বং ব্যঞ্জয়ন্ তদীয়পরিবারাণাং তাদৃশলীলানাঞ্চ নিত্যত্বমপি। স্পষ্টয়তি—সাত্বতাং ক্ষত্রিয়রূপাণাঃ গোপরূপাণাঞ্চ, সাত্বতাং মধ্যে প্রবর শ্রেষ্ঠ। জাতৌ নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী। তৎপরিবারক-তাদৃশলীলত্বে নৈব সর্ব্বদা বিরাজমানেত্যর্থঃ; 'জয়তি জননিবাস' (শ্রীভ ১০।৯০।৪৮) ইত্যাদেঃ। তথা নিত্যত্বে হেতুঃ—হে প্রভো! কালাদীনামপ্যুরি প্রভবনশীলেতি কৃষ্ণাদিপদৈরনুপম-শ্যামসুন্দরত্বাদিনা তন্নামপ্রসিদ্ধাসমোর্দ্ধস্বরূপবৈভব, যাদব গোপপরিকর, তদুচিত-লীলত্ব তব তত্ত্বমিতি বিজ্ঞাপিতম্। জী ১০॥

১০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** আমি যা কংসের কাছে প্রকাশ করে বলেছি, তা আপনার তাদৃশ লীলা-অবসর জেনেই, কারণ আপনার প্রসাদে আপনার তত্ত্ব ও লীলানুক্রম আমি জানি—এই কথাই জানাবার জন্য বলছেন—'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ইতি একাদশটি শ্লোকে। এর মধ্যে প্রথম তিনটি শ্লোকে কৃষ্ণের তত্ত্ব বলা হচ্ছে। তার মধ্যে কৃষ্ণ ইতি (১০-১১) যুগল শ্লোক। এর মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বই মূল, এই আশয়ে প্রথম কৃষ্ণনামে সম্বোধন করা হচ্ছে—**কৃষ্ণ কৃষ্ণ**—কৃষ্ণ তত্ত্বই যে মূল, ইহাই নিশ্চয় করণের জন্য দুইবার 'কৃষ্ণ' পদের প্রয়োগ। আরও পরমমধুর স্বলীলাবিষ্ট কৃষ্ণের নিজেতে প্রণিধান এতেই আসবে, এই জন্যও দুইবার সম্বোধন। কৃষ্ণই যে মূল তত্ত্ব, তা স্পষ্ট করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপলক্ষণ বলা হচ্ছে, **অপ্রমেয়াত্মন্**—'অপ্রমেয়' সর্বাতীত ও অনন্ত হওয়ায় অপ্রমেয় অর্থাৎ সর্বদেশ-কালাদিদ্বারা ইয়ত্তার অযোগ্য, 'আত্মন্' নিজেরও বিস্মাপক 'আত্মা' স্বয়ং ভগবৎ-রূপ স্বরূপ যাঁর হে তথাভূত। অতঃপর তটস্থলক্ষণ বলা হচ্ছে, যথা [হে] **যোগেশ**—মায়ার অপর পর্যায়ভূত পূর্ণস্বরূপশক্তি যোগমায়া দ্বারা স্বেচ্ছালীল— অতএব **জগদীশ্বর** মায়িক ও চিৎ সকল জগতের ঈশ্বর, অতএব হে বাসুদেব, **হে অখিলাবাস** — হে বিভু হওয়া হেতু মায়িক ও চিৎ জগতের সর্বত্র বিরাজমান। অতএব উহার আশ্রয়। এই শ্লোকে স্পষ্ট করেই শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপকে প্রকাশ করে তদীয় পরিবারের ও তাদৃশ লীলার নিত্যত্বও স্পষ্ট করা হচ্ছে, **স্বাত্বতাং** — ক্ষত্রিয়রূপ ও গোপরূপ পার্ষদের মধ্যে মিলিত হয়ে সর্বদা **প্রবর** শ্রেষ্ঠরূপে বিরাজমান। —"গোপ যাদবাদি জনমধ্যে যাঁর নিবাস, যদুশ্রেষ্ঠগণের সভাপতি"—(ভা° ১০।৯০।৪৮)। তদ্রূপ নিত্যত্বে হেতু—হে প্রভো! কালাদিরও উপরে প্রভাব বিস্তারকারী। এই শ্লোকে কৃষ্ণাদি পদের দ্বারা এইসব তত্ত্ব বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, যথা — অনুপম শ্যামসুন্দর রূপাদিদ্বারা 'কৃষ্ণ' নাম প্রসিদ্ধ অসমোর্ধ্ব স্বরূপবৈভব, যাদব গোপ পরিকর, তদুচিত লীলায়িত তোমার তত্ত্ব। জী° ১০॥

১০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** প্রথমং কৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যানন্দেন ভগবৎস্তবনামসঙ্কীর্তনকৃতকৃত্যাভাসো নারদোঽস্মীত্যাত্মানং স্মারয়তি। অপ্রমেয়ঃ প্রমাতুমশক্য আত্মা মনো যস্যেত্যতঃ পরং ব্রজে এব বিরাজ-মানো ব্রজস্থান্ পিত্রাদীনানন্দয়িষ্যসি মথুরাং যাস্যংস্তত্রত্যান্ বেতি কস্তন্মনো বেদয়িতুং ক্ষমত ইতি

ত্বমাত্মা সর্বভূতানামেকো জ্যোতিরিবৈধসাম্।
গূঢ়ো গুহাশয়ঃ সাক্ষী মহাপুরুষ ঈশ্বরঃ ॥ ১১ ॥

১১। অন্বয়ঃ সর্বভূতানাম্ একঃ ত্বমেব আত্মা (পরমাত্মা) এধসাং (কাষ্ঠানাং অন্তঃ) জ্যোতিরিব গূঢ় গুহাশয় (হৃদয়কুহরে জীবে বা শেতে ইতি) সাক্ষী (সর্বস্য সাক্ষাৎ দ্রষ্টা সর্বজ্ঞঃ) মহাপুরুষঃ ঈশ্বরঃ।

১১। মূলানুবাদঃ কৃষ্ণ যেন বলছেন, আমি যেমন ইচ্ছা তাই করে থাকি তুমি আবার এর মধ্যে এই বিশেষ নিবেদন নিয়ে এলে কেন? এরই উত্তরে—

আপনিই সর্বভূতের অদ্বিতীয় পরমাত্মারূপে প্রেরক, কাষ্ঠের অন্তস্থ তেজের ন্যায় গূঢ়, সাক্ষী, অপ্রতিহত যোগবলসম্পন্ন ও সর্বনিয়ন্তা।

ভাবঃ। কিঞ্চ, যোগেশ যোগমায়াধীশ্বরত্বাদুভয়ত্রাপি বিরাজস্বেবেতি ভাবঃ। জগদীশ্বর ইতি জগৎকার্যং ভারাবতরণমপি কর্তব্যমিতি ভাবঃ। বাসুদেবেতি নন্দস্য পুত্রত্বেন স্বস্য প্রসিদ্ধিমকার্ষীরেব। ইদানীং বসুদেবস্যাপি তদ্ভাগ্যং প্রকটয়েতি ভাবঃ। অত এবাখিলাবাসঃ অখিলাংস্ত্বদ্ভক্তান্ কংসভয়াদ্বিচ্যুতানানীয় মথুরায়াং বাসয়েত্যর্থঃ। যস্ত্বং সাত্বতাং যাদবানাং প্রবরঃ। যদ্বা প্রকৃষ্টো বরো মনোরথো যস্য সিদ্ধিস্বরূপোঽসি। প্রভো ত্বং সর্বং কর্তুং শক্নোষি। বি° ১০ ॥

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ—প্রথমেই 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' দুইবার ডাকা হল আনন্দে। শুনুন, শ্রীভগবানের স্তব ও নাম সংকীর্তনকারী ভক্ত্যাভাস নারদ আমি, এই রূপে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। **অপ্রমেয়ঃ আত্মন্**—যা প্রমাণ করা যায় না, এরূপ **আত্মা**—মন যার, অর্থাৎ আপনার মনের ভাব বুঝে উঠা যায় না—ব্রজে বিরাজমান থেকে ব্রজস্থ পিতামাতাকে আনন্দদান করছেন, আবার কখনও মথুরা যাচ্ছেন সেখানকার পিতামাতাকে আনন্দ দিতে, কে আপনার মন বুঝতে সমর্থ হবে, এরূপ ভাব। আরও **যোগেশ**—আপনি যোগমায়ার অধীশ্বর বলে উভয় স্থানেই বিরাজমান থাকেন, এরূপ ভাব। **জগদীশ্বর ইতি**—আপনি জগতের প্রভু, কাজেই জগৎকার্য জগতের ভার অসুরাদি মারণ আপনার কর্তব্য, এরূপ ভাব। **বাসুদেব** নন্দের পুত্র বলে নিজের প্রসিদ্ধি যেন মন্ত্রবলে বিস্তার করেছেন। ইদানীং বসুদেবের নন্দবৎ ভাগ্য প্রকাশ করুন, এরূপ ভাব। অতএব **অখিলাবাস**—আপনার অখিল ভক্তদের কংসভয় থেকে মুক্ত করে নিয়ে এসে মথুরায় বাস দিন। যেহেতু আপনি **সাত্বতাং**— যাদবদের মধ্যে **প্রবর**—শ্রেষ্ঠ। বা, 'প্র+বর' প্রকৃষ্ট মনোরথ যাঁর সিদ্ধিস্বরূপে রয়েছে। **প্রভো**—আপনি সর্বসমর্থ। বি° ১০ ॥

১১। শ্রীজীব বৈ তো° টীকাঃ এবং সম্বোধনেনৈব তস্য নিজতত্ত্বং দর্শয়িত্বা স্বাংশতত্ত্বমপি 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ' (শ্রীগী ১০।৪২) ইত্যানুসারেণ দর্শয়তি— ত্বমিতি দ্বাভ্যাম্। সর্বভূতানাং প্রাপঞ্চিক স্থাবর-জঙ্গমানামেকস্ত্বমাত্মা পরমাত্মা, 'তৃতীয়ং সর্বভূতস্থম্' ইত্যুক্তেঃ, মহাপুরুষো মহৎস্রষ্টা চ, 'একস্তু মহতঃ স্রষ্টৃ' ইত্যুক্তেঃ, ঈশ্বরো ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামী চ, দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্' ইত্যুক্তেঃ।

এধসামিতি সর্ব্বত্র স্থিতস্যাপি জ্যোতিষো যথা তেধেকাংশেন স্থিতিস্তেষেব ঝটিত্যুপলব্ধিশ্চ, তদ্বদিতর্থঃ। জী° ১১ ॥

১১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** এইরূপ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' সম্বোধনের দ্বারাই তাঁর নিজ তত্ত্ব দেখিয়ে শ্রীগীতার ১০।৪২ "হে অর্জুন তুমি ইহাই জানিও, আমি একাংশে সমগ্র জগৎ জুরে অবস্থান করছি।" এই শ্লোকানুসারে স্বাংশ তত্ত্বও দেখান হয়েছে— ত্বাম্ ইতি দুটি শ্লোকে। **সর্ব্বভূতানাম্ একঃ আত্মা**—প্রাপঞ্চিক স্থাবর-জঙ্গমের মধ্যে আপনি অদ্বিতীয় পরমাত্মা— "তৃতীয় পুরুষ [ব্যষ্টি] পৃথক্ পৃথক্ সকল জীবের অন্তর্যামী, ইনি ক্ষিরোদশায়ী বিষ্ণু।" এরূপ উক্তি থাকা হেতু। **মহাপুরুষ**— মহৎতত্ত্বের স্রষ্টা "প্রকৃতির অন্তর্যামী, ইনি কারণার্ণবশায়ী সঙ্কর্ষণ। মহৎ তত্ত্বের স্রষ্টা" এরূপ উক্তি থাকা হেতু। **ঈশ্বরঃ**— ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী— "দ্বিতীয় পুরুষ ক্ষীরোদশায়ী ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী"— এরূপ উক্তি থাকা হেতু। —সাত্বততন্ত্র বচন উদ্ধৃতি। **এধসাম্**— কাঠের মধ্যে। —অগ্নি সর্বত্র থেকেও যেমন কাঠের মধ্যে একাংশে থাকে, তার মধ্যেই ঝটিতি উপলব্ধিও হয়, সেইরূপ পরমাত্মারূপে আপনি জীবহৃদয়ে থাকেন। জী°১১ ॥

১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নন্থ, মে যথেচ্ছা তথা করোমি করিষ্যামি চ। তত্র ত্বং কিমেবং বিশেষং নিবেদয়সি তত্রাহ,— ত্বমাত্মা মমান্তর্যামী ত্বমেব মাং নিবেদয়িতুং প্রেরয়সি তত্রাহং কিং করোমীতি ভাবঃ। ন কেবলং মমৈব অপি তু সর্বভূতানাং অন্তশ্চিত্তে তিষ্ঠসি। এধসাং কাষ্ঠানামন্তর্জ্যোতিরিব গূঢ়ঃ। কিঞ্চ, গুহাশয়ঃ যথা ত্বং নন্দপুত্ররূপেণ গোবর্দ্ধনগুহায়াং শেষে তথৈবান্তঃকরণগুহায়ামন্তর্যামিরূপেণ শেষে সাক্ষী তত্র শয়ানোঽপি সর্বং সাক্ষাৎ পশ্যসি। অত্র হেতুঃ মহাপুরুষঃ, অপ্রতিহতযোগবল ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ, মহাপুরুষা ঈশিতব্যা অপি ভবন্তি ত্বন্তীশ্বরঃ সর্বনিয়ন্তা। বি°১১ ॥

১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** পূর্বপক্ষ, আচ্ছা আমার যেমন ইচ্ছা তেমনি করে থাকি করবও— এর মধ্যে তুমি এরূপ কি বিশেষ নিবেদন করছ। এরই উত্তরে **ত্বমাত্মা**— আপনি আমার অন্তর্যামী, আপনি আমাকে নিবেদন করতে প্রেরণা দিচ্ছেন, এতে আমি কি করতে পারি, এরূপ ভাব। **সর্বভূতানাং**— কেবল যে আমারই, তাই নয়, পরন্তু সর্বভূতেরই অন্তরে আপনি বিরাজমান আছেন— **এধসাং একো জ্যোতি ইব**— অগ্নি যেমন কাঠের মধ্যে গূঢ় - গূঢ় ভাবে থাকে। **গুহাশয়ঃ**— আপনি যেমন নন্দপুত্ররূপে গোবর্দ্ধন গুহায় শয়ন করেন, সেইরূপই অন্তকরণ গুহায় অন্তর্যামিরূপে শয়ন করে থাকেন। **সাক্ষী**— অন্তকরণে শয়ান করে থেকেও সব কিছু সাক্ষাৎ দেখেন। এ বিষয়ে হেতু **মহাপুরুষঃ** অপ্রতিহত যোগবল। আরও **ঈশ্বরঃ**— মহাপুরুষগণের উপরও অন্যে কখনও ঐশ্বর্য প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু আপনি 'ঈশ্বর' সর্বনিয়ন্তা আপনার উপর পারে না। বি°১১॥

আত্মনাত্মাশ্রয়ঃ পূর্বং মায়য়া সসৃজে গুণান্ ।
তৈরিদং সত্যসঙ্কল্পঃ সৃজস্যৎস্যবসীশ্বরঃ ॥১২॥

১২। অন্বয়ঃ আত্মাশ্রয়ঃ (স্বতন্ত্রঃ ভবান্) পূর্বং (সৃষ্টেঃ প্রথমং) আত্মনা মায়য়া (আত্মরূপয়া শক্ত্যা) গুণান্ সসৃজে (সৃষ্টবান্ ততঃ) তৈঃ (সসৃষ্টৈঃ গুণৈঃ) ইদং (বিশ্বং) সৃজসি অৎসি (সংহরসি) অবসি (পালয়সি চ) [ত্বং] সত্যসঙ্কল্পঃ ঈশ্বরঃ।

১২। মূলানুবাদঃ আপনি যদি আমাদিগকে ও আমাদের বুদ্ধি প্রভৃতি সব কিছু সৃষ্টি না করতেন, তা হলে আমিও এরূপ নিবেদন করতে পারতাম না এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

আপনি সাধনান্তর নিরপেক্ষ মায়াশক্তি দ্বারা গুণসমূহ সৃষ্টি করেছেন। পরে সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বর এই গুণ-সমূহের দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি-সংহার পালন করছেন।

১২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ অত্র মুখ্যত্বেন প্রস্তুতোপযোগিত্বেন চ মহাপুরুষকার্য্যং দর্শয়তি—আত্মনেতি। তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র মায়য়া সসৃজ ইতি সাধনান্তরাপেক্ষামাশঙ্ক্য ব্যচষ্টে- শক্ত্যেতি, সাপি তস্যৈব শক্তিরিতি ন দণ্ডাদিবত্ত্বমিতি ভাবঃ ॥ জী° ১২ ॥

১২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ এই শ্লোক মুখ্য হওয়া হেতু প্রস্তুত বিষয় সম্বন্ধে উপযোগী হওয়া হেতু মহাপুরুষের কার্য দেখান হচ্ছে- আত্মনেতি। [শ্রীস্বামিপাদ আমি ঈশ্বর, অন্য সব আমার নিয়মের অধীন — এই অন্য সব কোথা থেকে সৃষ্টি হল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **আত্মনা ইতি**—সাধনান্তর নিরপেক্ষ **আত্মাশ্রয়ঃ** — স্বতন্ত্র **মায়য়া**—মায়াশক্তি দ্বারা আপনি গুণসমূহ **সসৃজে** সৃষ্টি করেছেন।] শ্লোকে 'মায়য়া সসৃজ' মায়া দ্বারা সৃজন করেছেন, এ বিষয়ে অন্যসাধনের অপেক্ষা থাকতে পারে, এই আশঙ্কা নিরসনের জন্য টীকায় 'মায়য়া শক্ত্যা' বাক্য ব্যবহার করা হল। এই শক্তিও মহাপুরুষেরই শক্তি—আপনি কালাদিবৎ নন, এরূপ ভাব। জী° ১২।

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ কিঞ্চ, ত্বং যদ্যস্মানস্মদ্বুদ্ধ্যাদিকং সর্বমিদং জগচ্চ নাস্রক্ষ্যস্তদা অহমপ্যেবং ন ন্যবেদয়িষ্যমিত্যাহ,—আত্মনেতি। আত্মাশ্রয়ঃ স্বতন্ত্রঃ আত্মনা আত্মরূপয়া শক্ত্যা ভবান্ গুণান্ মহদাদীন্ সসৃজে। তেনেদং ত্বং যদি সৃষ্টবানেব তদান্যে জগজ্জনাস্ত্বৎপ্রেরিতাঃ স্বস্ব কৃত্যার্থং চেষ্টন্তে তথৈবাহমপাদ্য ত্বামেতন্নিবেদয়িতুমেকং চেষ্টে ইতি ভাবঃ ॥ বি° ১২ ॥

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আরও আপনি যদি আমাদিকে ও আমাদের বুদ্ধি প্রভৃতি সব কিছু এবং এই জগৎ সৃষ্টি না করতেন তা হলে আমিও এইরূপ নিবেদন করতে পারতাম না, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, আত্মনা ইতি। **আত্মাশ্রয়**—স্বতন্ত্র। **আত্মনা**—আত্মরূপা শক্তি দ্বারা আপনি **গুণান্**—মহদাদিকে, (সৃষ্টি করেছেন)। এই মহদাদি দ্বারা আপনি এই জগৎ সৃষ্টি করলেন বলেই তো অন্য জগজ্জনেরা আপনার দ্বারা প্রেরিত হয়ে নিজ নিজ সফল ইচ্ছা পূরণে সচেষ্ট হচ্ছে। সেইরূপ আমিও আজ আপনাকে এই সব নিবেদন করতে চেষ্টা করছি, এরূপ ভাব। বি° ১২ ॥

স ত্বং ভূধরভূতানাং দৈত্য-প্রমথ-রক্ষসাম্।
অবতীর্ণো বিনাশায় সাধূনাং রক্ষণায় চ ॥ ১৩ ॥

দিষ্ট্যা তে নিহতো দৈত্যো লীলয়াঽয়ং হয়াকৃতিঃ।
যস্য হেষিতসন্ত্রস্তাস্ত্যজন্ত্যনিমিষা দিবম্ ॥ ১৪ ॥

১৩। **অন্বয়** ঃ সঃ (পূর্বোক্তস্বরূপঃ) ত্বং ভূধরভূতানাং (রাজরূপেণ বর্তমানানাং) দৈত্যপ্রমথ রক্ষসাং বিনাশায় [তথা] সাধূনাং রক্ষণায় চ অবতীর্ণ অসি।

১৪। **অন্বয়** ঃ অনিমিষঃ (দেবাঃ) যস্য হেষিতসন্ত্রস্তাঃ দিবং (স্বর্গং) ত্যজন্তি তে (ত্বয়া) [সঃ] অয়ং হয়াকৃতিঃ দৈত্যঃ লীলয়া [এব] নিহতঃ দিষ্ট্যা (লোকানাং ভাগ্যেন)।

১৩। **মূলানুবাদ** ঃ এইরূপে উভয়রূপ দেখাবার পর লীলার অনুক্রমে এখানে গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের নিজের অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বলছেন—

তাদৃশ হয়েও আপনি স্বভক্তি বিরোধি নরপতি স্বরূপ, দৈত্য, প্রমথ ও রাক্ষসদিগের বিনাশের জন্য ও স্বভক্তি-প্রবর্ত্তক সাধুগণের রক্ষণের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন।

১৪। **মূলানুবাদ** ঃ দেবতাগণ যার হ্রেষা শব্দে ভীত হয়ে স্বর্গ ছেড়ে পলায়ন করেন, সেই ঘোড়া রূপী দৈত্য কেশীকে আপনি হেলায় বিনাশ করেছেন. জনগণের সৌভাগ্যে।

১৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ তদেবমুভয়রূপং দর্শয়িত্বা লীলামনুক্রামন্ নিজরূপাবতারে কারণমাহ— স ত্বমিতি, তাদৃশোঽপি ত্বং দৈত্যাদীনাং স্বভক্তি-বিরুদ্ধানাং, সাধূনাং স্বভক্তি-প্রবর্ত্তকানাং. পাঠান্তরে সেতূনাং স্বভক্তিমর্য্যাদানাং রাজরূপাঃ, প্রমথাঃ কাশীরাজাদয়ঃ। জী°১৩ ॥

১৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ এইরূপে উভয়রূপ দেখিয়ে লীলার ক্রম অনুসারে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণরূপ অবতার বিষয়ে কারণ বলা হচ্ছে— স ত্বম্ ইতি। তাদৃশ হয়েও আপনি দৈত্যাদির অর্থাৎ স্বভক্তি বিরুদ্ধ জনদের বিনাশের জন্য। **সাধূনাং**— স্বভক্তিপ্রবর্তকদের। সাধূনাং স্থানে পাঠান্তর 'সেতূনাং'=স্বভক্তিমর্যাদার (রক্ষার জন্য)। **ভূধরভূতানাং দৈত্য**— রাজাস্বরূপ দৈত্য **প্রমথাঃ**— কাশীরাজাদি। জী°১৩ ॥

১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ অতএব নিবেদনরূপং স্বকৃত্যং কারোম্যবেত্যাহ,— স জগৎস্রষ্টা ত্বং ভূধরা রাজানস্তদ্রূপাণাম্। বি°১৩ ॥

১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ অতএব এখন আমি যে কাজে এসেছি. তাই নিবেদন করছি, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **স** — জগৎস্রষ্টা, **ত্বং** — আপনি, **ভূধরভূতানাং**— নরপতিরূপে বর্তমান। বি°১৩ ॥

১৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ তত্র পূতনাদয়ো যে বিনাশিতাস্তেঽপি দুষ্টা এব, কিন্ত্বয়ং পরম-দুর্ম্মার ইত্যাহ— দিষ্ট্যেতি। অয়মধুনা সাক্ষাদেবেত্যর্থঃ। অতস্ত্বং কেশবনামা ভবিতাসীতি শেষঃ।

চাণূরং মুষ্টিকঞ্চৈব মল্লানন্যাংশ্চ হস্তিনম্‌ ॥
কংসঞ্চ নিহতং দ্রক্ষ্যে পরশ্বোঽহনি তে বিভো ॥১৫॥

১৫। **অন্বয়** ঃ বিভো (হে প্রভো)! তে (ত্বয়া) পরশ্বোঽহনি (অদ্যৈব অক্রূর এষ্যতি, শ্বঃ মথুরাং গন্তাসি, পরশ্বশ্চ অহনি) চাণূরং মুষ্টিকং চ এব, অন্যান্ মল্লান্ চ, হস্তিনং, কংসং চ (কংসভ্রাতৃংশ্চ নিহতং দ্রক্ষ্যে (অহং অবলোকয়িষ্যামি।

১৫। **মূলানুবাদ** ঃ অতঃপর ভবিষ্যৎ লীলা সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা জানাবার জন্য উহা পর পর বলতে লাগলেন—

হে প্রভো! পরশু দিন চাণূর, মুষ্টিক, অন্যান্য মল্লগণ, হস্তী এবং কংসকে আপনি বিনাশ করিবেন। আমি সেই সব লীলা দর্শন করব।

তথা চ তেনোক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'যস্মাত্ত্বয়ৈষ দুষ্টাত্মা হতঃ কেশী জনার্দ্দন। তস্মাৎ কেশবনামা ত্বং লোকে গেয়ো ভবিষ্যসি॥' ইতি॥ জী°১৪॥

১৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ পূর্বে পূতনাদিকে বিনাশ করেছিলেন, তারাও দুষ্টই ছিল, কিন্তু এ তো পরমদুর্মার (দুর্মার= মেরিয়া না-মরে), তাই বলা হল দিষ্ট্যা ইতি। **অয়ং** – অধুনা আমাদের চোখের সামনেই। (লীলায় বিনাশ করলেন)। অতএব আপনি জগতে কেশব নামে বিখ্যাত হবেন। এই শ্রীনারদের দ্বারাই বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হয়েছে— হে জনার্দন! যেহেতু আপনার দ্বারা এই দুষ্টাত্মা কেশী নিহত হয়েছে, অতএব আপনি জগতে কেশব নামে বিখ্যাত হবেন। জী°১৪॥

১৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ দিষ্ট্যা লোকানাং ভাগ্যেন। বি°১৪॥

১৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **দিষ্ট্যা** – লোকের ভাগ্যে। বি°১৪॥

১৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ অথ স্বস্য তল্লীলানুক্রমাভিজ্ঞতাতিশয়ং বিজ্ঞাপয়ন্ ভবিষ্যং বিবৃণোতি— চানূরমিত্যাদিভিঃ। অপ্যর্থে চকারাঃ সর্ব্বৈঃ সহ যোজ্যাঃ, তৈশ্চানূরাদীনামবশ্য-বধ্যত্বং সূচিতম্। দ্রক্ষ্যে দ্রক্ষ্যামি, মল্লানিতি বহুত্বং কঙ্ক-ন্যগ্রোধাদীনপি। বিভো হে প্রভো॥ জী° ১৫॥

১৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ অতঃপর নিজের কৃষ্ণলীলানুক্রম বিষয়ে অতিশয় অভিজ্ঞতা বিজ্ঞাপিত করার জন্য ভবিষ্যৎ লীলা বলছেন—'চাণূরম' ইত্যাদি বাক্যে। 'অপি' =নিশ্চয়ার্থে। 'চ' কার সব পদের সঙ্গেই যুক্ত করতে হবে। এই 'চ' কার সমূহের দ্বারা চাণূরাদির অবশ্য বধ্যত্ব সূচিত হল। **দ্রক্ষ্যে**—দেখব। **মল্লানিতি**—বহু বহু মল্ল।—কঙ্ক-ন্যগ্রোধ প্রভৃতিকে এর মধ্যে ধরে। **বিভো**—হে প্রভু। জী° ১৫॥

১৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ পূর্বপূর্বদৃষ্টত্বদবতারলীলাক্রমমহমেবং জানামীত্যাহ,—চাণূরমিতি।বি১৫॥

১৫। **শ্রী বিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ পূর্ব পূর্ব দৃষ্ট আপনার অবতার-লীলাক্রম আমি এরূপ অবগত আছি, যা এখানে বলছি – চাণূরম্ ইতি। বি' ১৫॥

তস্যানু শঙ্খ-যবন-মুরাণাং নরকস্য চ।
পারিজাতাপহরণমিন্দ্রস্য চ পরাজয়ম্ ॥ ১৬ ॥
উদ্বাহং বীর-কন্যানাং বীর্যশুল্কাদিলক্ষণম্।
নৃগস্য মোক্ষণং শাপাদ্দারকায়াং জগৎপতে ॥ ১৭ ॥
স্যমন্তকস্য চ মণেরাদানং সহ ভার্যয়া।
মৃতপুত্রপ্রদানঞ্চ ব্রাহ্মণস্য স্বধামতঃ ॥ ১৮ ॥
পৌণ্ড্রকস্য বধং পশ্চাৎ কাশিপুর্যাশ্চ দীপনম্।
দন্তবক্রস্য নিধনং চৈদ্যস্য চ মহাক্রতৌ ॥ ১৯ ॥
যানি চান্যানি বীর্যাণি দ্বারকামাবসন্ ভবান্।
কর্তা দ্রক্ষ্যাম্যহং তানি গেয়ানি কবিভির্ভুবি ॥ ২০ ॥

১৬-২০। **অন্বয়ঃ** হে জগৎপতে! তস্য অনু (অতঃপরং) শঙ্খ-যবন-মুরাণাং নরকস্য চ [বধং] পারিজাতাপহরণং ইন্দ্রস্য পরাজয়ং চ, বীর-কন্যানাং বীর্যশুল্কাদিলক্ষণং উদ্বাহং (বিবাহং), দ্বারকায়াং পাপাৎ নৃগস্য (নৃগরাজস্য) (মোক্ষণং), ভার্যয়া (জাম্ববত্যা সত্যভাময়া চ) সহ স্যমন্তকস্য মণেঃ আদানং (গ্রহণং) চ, স্বধামতঃ (মহাকালপুরাৎ) ব্রাহ্মণস্য মৃতপুত্রপ্রদানং চ, পৌণ্ড্রকস্য (তন্নামকাসুরস্য) বধং, পশ্চাৎ কাশিপুর্যাঃ দীপনং (দাহনং) চ, দন্তবক্রস্য [তথা] মহাক্রতৌ (রাজসূয়ে) চৈদ্যস্য (শিশুপালস্য) চ নিধনং, দ্বারকাম্ আবসন্ ভবান্ যানি অন্যানি বির্যাণি (অদ্ভুত কর্মাণি) চ কর্তা (করিষ্যতি) ভুবি (পৃথিব্যাং) কবিভিঃ গেয়ানি তানি (বীর্যাণি) অহং দ্রক্ষ্যামি।

১৬-২০। **মূলানুবাদঃ** হে জগন্নাথ! অতঃপর পাঞ্চজন্য শঙ্খ, কাল যবন, মুর এবং নরকাসুরের বধ। আর পারিজাত হরণ ও ইন্দ্রের পরাজয় দর্শন করব।

অতঃপর হে জগন্নাথ! দ্বারকায় শৌর্যশালী ক্ষত্রিয়দের কন্যাদের নিজপরাক্রম বা কন্যাদের ভক্তিরূপ পণে বিবাহ, এবং অজ্ঞান কৃত ব্রাহ্মণের গোহরণরূপ পাপ থেকে নৃগরাজের উদ্ধার দর্শন করব।

অতঃপর ভার্যা জাম্ববতী ও সত্যভামার সহিত স্যমন্তক মণির গ্রহণ, নিজ মহাকালপুর থেকে ব্রাহ্মণের মৃত পুত্র এনে তাঁকে দান দর্শন করব।

অতঃপর কাশীরাজের বন্ধু পৌণ্ড্রকের বধ ও পরে কাশীপুরীর দাহন, দন্তবক্র বধ তথা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপালের নিধন দর্শন করব।

আপনি দ্বারকায় বাস করত ব্যাস প্রভৃতি কবিগণ কর্তৃক গেয় অন্যান্য পরাক্রম যা প্রকাশ করবেন তাও দর্শন করব।

১৬-২০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** তস্যেতি পঞ্চকম্— শঙ্খাদীনাং বধমিতি শেষঃ। ইত্যাদীনাং দ্রক্ষ্যাম্যহং তানীতি বক্ষ্যমাণেনান্বয়ঃ। বীরাঃ ক্ষত্রিয়েষু শূরাঃ, তৎকন্যানাং হে বীরেতি বা।

প্রায়ঃ স্ববীর্য্যেণৈবোদ্বহনাৎ, অতএবাহ— বীর্য্যং পরাক্রমঃ, তদেব শুল্কম্, আদি-শব্দেন কন্যাভক্ত্যাদি, তদেব লক্ষণং প্রকারোযস্য তম্। তত্র ক্বচিৎ সমুদিতং ক্বচিত্তু কেবলভক্তিঃ, যথা কালিন্দ্যাদেরিতি জ্ঞেয়ম্ ; পাপাৎ বিপ্র-গোহরণ-জাতাৎ ; শাপাদিতি পাঠস্তু ন শ্রীশুকসম্মত, অগ্রে শাপকথনাৎ। তত্র দ্বারকায়ামিতি যথার্হং পূর্ব্বত্র পরত্র চ যোজ্যমিতি দ্বারকাপ্রয়াণমপি সূচিতম্। হে জগৎপতে ইতি তত্রেন্দ্রাদ্যাগমনেন সাক্ষাদগরুড়ারোহণাদিনা চ তাদৃশৈশ্বর্য্যপ্রকাশনাৎ॥ মৃতপুত্রাণাং প্রদানং, ব্রাহ্মণস্যেতি সম্প্রদানত্বা ভাবস্তস্যৈব স্বত্বাৎ। উপাদানমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। স্বধামতস্তদ্বিশেষাৎ অনাবৃত্তিস্থানাদপীত্যর্থঃ। ইতি পরমস্বাতন্ত্র্যং দর্শিতম্। পশ্চাৎ পৌণ্ড্রকবধানন্তরম্॥ যানি একেনৈব যুগপদ্বহ্বীনাং বহুধা বিবাহাদীনি শ্রীদামানুগ্রহাদীনি তানি চাহং দ্রক্ষ্যামি। অতএবৈকাদশে (২।১)—'গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং দ্বারকায়াং কুরূদ্বহ। অবাৎসীন্নারদোঽভীক্ষ্ণং কৃষ্ণোপাসনলালসঃ॥' ইতি। অহোভাগ্যমাহাত্ম্যং মম, অহো কারুণ্যমাহাত্ম্যং তব চেতি ভাবঃ। জী° ১৬-২০॥

১৬-২০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** 'তস্য' থেকে ৫টি শ্লোক একসঙ্গে ব্যাখ্যা। ১৬ শ্লোকের 'শঙ্খাদির বধ' ইত্যাদির অন্বয় হবে ২০ শ্লোকের 'দ্রাক্ষ্যাম্যহং তানি'— 'এই সমস্ত লীলা আমি দেখব' এই বক্তব্যের সহিত। **বীর-কন্যানাং**— ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে যাঁরা শৌর্যশালী, সেই তাঁদের কন্যাগণের। বা হে বীর। কৃষ্ণকে বীর বলে সম্বোধনের কারণ প্রায় নিজ বীর্য প্রকাশের দ্বারাই বিবাহ হওয়া হেতু। অতএব বলা হল, **বীর্যশুল্কাদিলক্ষণম্**— 'বীর্য' পরাক্রম, ইহাই কন্যার্থে দেয় পণ। আদি শব্দে কন্যার ভক্তি [যথা কালিন্দি] প্রভৃতি— ইহাই এই সব বিবাহের লক্ষণ অর্থাৎ রীতি। এ বিষয়ে কোথাও কোথাও কৃষ্ণের বীর্য, কন্যার ভক্তি সব কিছুই, কোথাও তো কেবল ভক্তি, যথা কালিন্দি বিবাহে, এরূপ বুঝতে হবে। **পাপাৎ মোক্ষণম্**— বিপ্রের গাভী হরণের পাপ থেকে নৃগরাজকে উদ্ধার। **দ্বারকায়াং**— এই পদটি যথাযোগ্যভাবে উপরের ও নীচের চরণে অন্বয় করেই ব্যাখ্যা করতে হবে— এতে কৃষ্ণের মথুরা থেকে দ্বারকায় প্রস্থান সূচিত হল। **হে জগৎপতে**— কৃষ্ণের নিকট ইন্দ্রাদির আগমন এবং সাক্ষাৎ গরুড় আরোহণাদি দ্বারা তাদৃশ ঐশ্বর্য প্রকাশন হেতু এই পদের ব্যবহার!

মৃতপুত্র প্রদানং ব্রাহ্মনস্য— ব্রাহ্মণকে মৃতপুত্রদের প্রদান **ব্রাহ্মনস্য**— এখানে সম্প্রদানে চতুর্থী না হয়ে ষষ্ঠী প্রয়োগের কারণ, স্বত্ব ত্যাগ করে ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয় নি - স্বত্ব কৃষ্ণেরই ছিল। পাঠ কোথাও কোথাও 'উপাদানম্' অর্থাৎ গ্রহণ। **স্বধ্রামতঃ**— বিশেষস্থান মহাকালপুর থেকে— এই স্থানটি অনাবৃত্তিস্থান হলেও সেখান থেকে কৃষ্ণার্জুন ব্রাহ্মণের পুত্রদের নিয়ে এসে ব্রাহ্মণকে দিলেন। — এইরূপে কৃষ্ণের পরমস্বাতন্ত্র্য দেখান হল। **পশ্চাৎ**— পৌণ্ড্রক বধের পর।

যানি চ অন্যানি— অন্যান্য যে সব পরাক্রম প্রকাশকারী লীলা, যথা আপনার একেরই যুগপৎ ষোড়শ সহস্র কন্যার বহুপ্রকারের বিবাহাদি এবং গুরুগৃহের বাল্যবন্ধু শ্রীদামবিপ্রকে অনুগ্রহাদি— এই সব লীলাও আমি দেখব। অতএব একাদশে ২।১ শ্লোকে বলা হল— "হে কুরুশ্রেষ্ঠ! কৃষ্ণের নিকটে বাস

অথ তে কালরূপস্য ক্ষপয়িষ্ণোরমুষ্য বৈ।
অক্ষৌহিণীনাং নিধনং দ্রক্ষ্যাম্যর্জুনসারথেঃ ॥২১॥
বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থয়া
সমাপ্তসর্বার্থমমোঘবাঞ্ছিতম্।
স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্তমায়া-
গুণপ্রবাহং ভগবন্তমীমহি ॥২২॥

২১। অন্বয়ঃ অথ (তত্তৎসর্বানন্তরং) বৈ (প্রসিদ্ধং) কালরূপস্য (কালশরীরস্য) অমুষ্য (বিশ্বস্য) ক্ষপয়িষ্ণোঃ (তন্নাশনসমর্থস্য) অর্জুনসারথেঃ তে (ত্বয়া) অক্ষৌহিণীনা [সেনানাং] নিধনং দ্রক্ষ্যামি।

২২। অন্বয়ঃ বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং (বিশুদ্ধং 'বিজ্ঞানং' আনন্দরূপং যৎ ব্রহ্ম তদেবং ঘনং) স্বসংস্থয়া (স্বরূপশক্ত্যা) সমাপ্ত সর্বার্থম্ (সম্যকাপ্তস্তত্তদ্রূপঃ সর্বোঽপ্যর্থো যেন তম্) অমোঘ বাঞ্ছিতম্ (অব্যর্থ স্বভক্ত-মনোরথ নিষ্পাদন লক্ষণং যস্মাত্তম্) স্বতেজসা নিত্য নিবৃত্ত মায়াগুণ প্রবাহং ভগবন্তং ঈমহি (প্রণমামইতি বা।)

২১। মূলানুবাদঃ অতঃপর ভূভার নাশে সমর্থ, অর্জুনসারথী কালরূপী আপনা কর্তৃক অক্ষৌহিণী সেনার নিধনরূপ লীলা দর্শন করব।

২২। মূলানুবাদঃ পূর্ব শ্লোক সকলে শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিবেদন করবার পর তাঁকে প্রণাম করছেন দুইটি শ্লোকে—

যিনি স্বরূপশক্তিতে সর্বাভীষ্ট সম্যক্ প্রাপ্ত, যাঁর কৃপায় ভক্ত-অভিলাষপূরণ অব্যর্থ, যাঁর স্বরূপশক্তি প্রভাবে মায়ার গুণপ্রবাহ সর্বদা প্রতিহত, সেই বিশুদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম নামক আনন্দাত্মক বিজ্ঞানের মূর্তস্বরূপ ভগবান্ আপনাকে প্রণাম।

করতে লালসান্বিত দেবর্ষী নারদ তদীয় ভুজরক্ষিত দ্বারকায় নিরন্তর বাস করতেন।" উপর্যুক্ত শ্লোক-মালায় শ্রীনারদের চিত্তের এরূপ ভাব প্রকাশিত হয়েছে, যথা অহো ভাগ্য-মাহাত্ম্য আমার, অহো কারুণ্য-মাহাত্ম্য আপনার। জী°১৬-২০॥

১৬-২০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ শঙ্খঃ পঞ্চজনঃ। ভাবি নির্দেশমাত্রমেতৎ ন ত্বানন্তর্যমাত্র বিবক্ষিতম। ভার্যয়া জাম্ববত্যা সহ। স্বধামতো মহাকালপুরাৎ। বি°১৬-২০॥

১৬ ২০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ শঙ্খ্যঃ— পাঞ্চজন্য। এখানে ভাবি কালের নির্দেশ মাত্রই বক্তব্য, লীলার আনন্তর্য নয়। ভার্যয়া - জাম্ববতী সহ। স্বধামতো — মহাকালপুর থেকে। বি°১৬-২০॥

২১। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ অথ তত্তৎসর্বানন্তরমর্জুনসারথিতয়া সতস্তে তব সম্বন্ধে, তত্র তৎসম্বন্ধমাত্রেণৈবেত্যর্থঃ। তচ্চ ত্বয়ি নাশ্চর্য্যমিত্যাহ কালেতি। বিশ্বমিত্যর্থঃ। কালরূপস্য সতো বিশ্বমপি ক্ষপরিষ্ণোস্তন্নাশনসমর্থস্যেত্যর্থঃ॥ জী°২১॥

২১। **শ্রীজীব তো° বৈ° টীকানুবাদ ঃ** **অথ**—পূর্বে যা কিছু বলা হল, সে সকলের পর অর্জুনের রথের সারথী হয়ে **তে**—আপনার সম্বন্ধে অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রে আপনার সম্বন্ধমাত্রেই সেনার নিধন কার্য হয়েছে, আরও ইহা আপনার পক্ষে আশ্চর্য নয়, এই আশয়ে—কাল ইতি। **অমুষ্য**—বিশ্বের। কালরূপে বিশ্ব **ক্ষপয়িষ্ণোঃ** — নাশে সমর্থ **তে**—আপনার সম্বন্ধ মাত্রেই সেনা নিধন হয়েছে। জী° ২১ ॥

২১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অমুষ্য বিশ্বস্য। ষষ্ঠী আর্ষী। নিধনং নিধনরূপং তে চরিতমিতি শেষঃ ॥ বি° ২১ ॥

২১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** **অমুষ্য** — বিশ্বের নিধনং — নিধনরূপ **তে** আপনার লীলা। বি ২১ ॥

২২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** বিশুদ্ধেতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র কেবলেতি—'ন চক্ষুষা গৃহ্যতে রূপমস্য', 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মাবিবৃণুতে তনুং স্বাম্' (শ্রীক ১।৩।২৩) ইতি শ্রুতেঃ। স্বপ্রকাশত্বেন কেবলজ্ঞানরূপা তস্য চ জ্ঞানস্য বহুমূর্ত্তিত্বেঽপি একস্যা মুখ্যায়া মূর্ত্তেরংশিত্বাদেকা মূর্ত্তির্যস্য তম্। তদুক্তমক্রূরেণ—'বহু মূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্' ইতি। একেতি—বি শব্দস্যার্থঃ, বিশিষ্টাভিধায়িত্বেনাসাধারণতয়া তাদৃশনিগমনাৎ। অতএবেতি যতো মূর্ত্তেরপি কেবলং জ্ঞানরূপত্বমখণ্ডত্বঞ্চ, তদনুভবসিদ্ধম্। অতঃ সর্বস্বরূপত্বং, স্বরূপং চাত্মা, আত্মা চ সর্ব্বাশ্রয়ঃ, সর্বশ্চ জ্ঞানাশ্রয়ত্বেনৈব ভাষত ইতি। যত আত্মত্বমতএব পরমানন্দ রূপেণৈব স্থিতিঃ, নিরুপাধি- পরমপ্রেমাস্পদরূপত্বাৎ। যত স্তথাত্বমতঃ স্বরূপত এব সর্বার্থপ্রাপ্তিঃ, আনন্দানুগত্যৈব সর্বস্বার্থত্বাৎ। 'এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তীতি 'কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ' (শ্রীতৈত্তি ২।৭।১) ইতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ। অতএব তস্য নানারূপাদিরর্থঃ স্বরূপত এব প্রাপ্ত ইতি জ্ঞানস্যৈব মূর্ত্তিত্বং যুক্তমেবানুভূতং তেনেতি ভাবঃ। এবমাপ্তকাম ত্বেহপি বাঞ্ছা নিত্যপ্রাপ্তস্যাপি লীলায়ামপ্রাপ্তত্ব-সম্পাদন-পূর্বকপ্রাপ্ত্যর্থা, তস্যাশ্চামোঘত্বং তাদৃশাসম্ভবকারিত্বাৎ। সা চ মায়িকী ন ভবেদিতি ব্যাচষ্টে —নন্বিত্যাদিনা। অতস্তদ্রূপাদীনামপ্যমায়িকত্বমবধারিতম। অতএব ভগবন্তমীমহীতি—ভগবানেব নিজালম্বনতয়া নিগমিতো, ন তু নির্বিশেষব্রহ্মেতি যদ্বা, লোকপ্রসিদ্ধবিজ্ঞানমতীতমিতি তৎসম্বন্ধাভাবাদ্বিশেষেণ শুদ্ধং বিজ্ঞনমানন্দং ব্রহ্মেতি প্রসিদ্ধং ব্রহ্মাখ্যমানন্দাত্মকং যদ্বিজ্ঞানং, তদ্রূপো যো ঘনো মূর্ত্তস্তল্লক্ষণং ভগবন্তমীমহি, শরণং যামি। ননু বিজ্ঞানস্য কথং করচরণাদ্যাকারময় মূর্ত্তিত্বম্ ? কথং বা ভগবত্ত্বমিত্যাশঙ্ক্য শ্রুতিপ্রসিদ্ধস্য তস্য তৎপ্রসিদ্ধত্বেনৈব তাদৃশং বৈলক্ষণ্যমাহ—স্বসংস্থয়েতি। 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে' (শ্রীশ্বে ৬।৮) ইতি 'ন চক্ষুষা গৃহ্যতে রূপমস্য' ইতি শ্রুত্যা ব্যঞ্জিতয়া তত্তদ্ব্যঞ্জকস্বরূপশক্ত্যা সম্যগাপ্তস্তত্তদ্রূপঃ সর্বোঽপ্যর্থো যেন তম্, তথাপ্যমোঘবাঞ্ছিতম্, ইচ্ছাশক্ত্যা তত্তৎপ্রকাশনাপ্রকাশন সমর্থঃ। নন্বপরা মায়াখ্যা শক্তিরপি মম বিদ্যত ইতি শ্রূয়তে, 'মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্' ইতি শ্রুতেঃ। ততস্তদ্দোষেণাপ্যহং স্পৃষ্টো ভবেয়মিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বতেজসেতি। স্বতেজসা স্বরূপশক্তি প্রভাবেণেতি দিক্ ॥ জী° ২১ ॥

২২। শ্রীজীব তো° টীকানুবাদঃ [শ্রীস্বামিপাদ — বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনমিতি। কেবলং জ্ঞানৈকমূর্তিম্ অতএব স্বসংস্থয়া ইত্যাদি] শ্রীস্বামিটীকার বিশ্লেষণঃ 'কেবল'—এর রূপ চোখের গ্রাহ্য নয়, "যাকে আত্মা স্বীকার করেন একমাত্র তাঁরই লভ্য, এই আত্মা তার নিকটই নিজ শরীর প্রকাশ করেন"—(শ্রীক ১।৩।২৩) ইতি শ্রুতি। এইরূপে স্বপ্রকাশ হওয়া হেতু শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ কেবলজ্ঞানরূপা। সেই জ্ঞানের বহুমূর্তি হলেও একেরই মুখ্যা মুখ্যতা, এই মুখ্যা মূর্তিই অংশী হওয়া হেতু —এই অংশী অদ্বিতীয়া মূর্তি যাঁর সেই আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি। শ্রীঅক্রূরও ইহাই বলছেন—আপনি এক অদ্বিতীয়া মূর্তিতে বিরাজমান থেকেও বহু মূর্তি প্রকাশ করেন। মূলের 'বিগ'ব্দের অর্থ 'এক', ইহা বিশিষ্ট-দ্যোতক হওয়া হেতু অসাধারণ, তাই তাদৃশ নিগমন (নির্ণয়)। স্বামী টীকায় 'অতএব' ইতি — যেহেতু মূর্তিও জ্ঞানরূপ ও অখণ্ড শ্রীনারদের অনুভবসিদ্ধ ; তএব সর্বস্বরূপ — স্বরূপ হল আত্মা, আবার আত্মা হল সর্বাশ্রয়, 'সর্ব' আবার জ্ঞানাশ্রয়রূপে অভিব্যক্ত। যেহেতু আত্মাস্বরূপ তাই পরমানন্দরূপে স্থিতি — নিরূপাধি পরমপ্রেমাস্পদরূপ হওয়া হেতু। যেহেতু তদ্রূপ স্থিতি, তাই স্বরূপতই সমাপ্ত সর্বার্থপ্রাপ্ত—আনন্দের অনুগতিই সর্বপুরুষার্থ হওয়া হেতু। —"এই আত্মার আনন্দের অংশকে আশ্রয় করেই অন্যান্য জীব জীবন ধারণ করে।" 'যদি এই নিত্য আনন্দ না থাকত, তবে অন্যপ্রাণী বাচতো কি করে?" —(শ্রীতৈত্তি ২।৭।১) শ্রুতি। অতএব এই জ্ঞান স্বরূপতঃই 'সমাপ্তসর্বার্থ' অর্থাৎ নানারূপাদি অর্থপ্রাপ্ত অবস্থায় আছে। সুতরাং 'জ্ঞানের' মূর্তিত্ব যুক্তিযুক্তই — শ্রীনারদের দ্বারা ইহা অনুভূত। **অমোঘ বাঞ্ছিতম্**—পূর্বোক্তরূপে আপ্তকাম হয়েও তাঁর বাঞ্ছার উদয় হয়? কি করে? সবকিছু তাঁর নিত্যপ্রাপ্ত অবস্থায় থাকলেও লীলায় অপ্রাপ্ত অবস্থা সঙ্কলন পূর্বক প্রাপ্ত হন, এরূপ অর্থ করা হচ্ছে। — এইরূপ অসম্ভবকারী হওয়া হেতু এই 'বাঞ্ছার' অমোঘত্ব অর্থাৎ অব্যর্থতা, এই 'বাঞ্ছা' মায়িকও নয়, তাই শ্রীস্বামিপদের টীকায় বলা হল—নন্বু ইত্যাদি অর্থ। যদি ধরা যায় বাঞ্ছা আছে, তা হলেই তো ভগবান্ দুর্নিবার দুরবস্থায় আছেন ধরে নিতে হয়। এরই 'উত্তরে' **স্বতেজসা** — স্বীয় তেজে গুণসমূহকে নিরস্ত করেছেন। অতএব আপনার স্বরূপাদিও অমায়িক বলে অবধারিত হল। অতএব ভগবান্ আপনাকে প্রণাম করছি। —শ্রীস্বামিটীকা শেষ।

অথবা **বিশুদ্ধবিজ্ঞান** — লোকপ্রসিদ্ধ জড়বিজ্ঞানের অতীত — জড়বিজ্ঞানের সম্বন্ধ-অভাব হেতু বিশেষভাবে শুদ্ধ আনন্দব্রহ্ম। —প্রসিদ্ধ 'ব্রহ্ম' নামক আনন্দাত্মক যে বিজ্ঞান তাঁর **ঘনং**—মূর্তস্বরূপ **ভগবন্তম্**—ভগবান্ আপনার শরণাগত হচ্ছি। আচ্ছা, বিজ্ঞানের কি করে করচরণাদি আকারময় মূর্তি হতে পারে? কি করেই বা ভগবত্ব? —এইরূপ পূর্বপক্ষ আশঙ্কা করে শ্রুতি-প্রসিদ্ধ বৃক্ষের তৎপ্রসিদ্ধ ভাবের দ্বারাই তাদৃশ বিলক্ষণতা বলা হচ্ছে—স্বসংস্থয়া ইতি। 'শ্রীভগবানের বিবিধ শক্তি আছে বলেই শোনা যায়' (শ্রীশ্বে ৬।৮)। 'চক্ষুর শক্তিতে শ্রীভগবানের

ত্বামীশ্বরং স্বাশ্রয়মাত্মমায়য়া
বিনির্মিতাশেষবিশেষকল্পনম্ ।
ক্রীড়ার্থমদ্যাত্তমনুষ্যবিগ্রহং
নতোঽস্মি ধুর্যং যদুবৃষ্ণিসাত্বতাম্ ॥ ২৩

২৩। অন্বয়ঃ ঈশ্বরং (অন্যস্য বশয়িতারং) স্বাশ্রয়ং (স্বয়ম্ অ্যাবশম্) আত্মমায়য়া (স্বশক্ত্যা) বিনির্মিতাশেষবিশেষ কল্পনং (বিনির্মিতা অশেষবিশেষা মহদাদ্যা যাদৃরূপা বা কল্পনং যেন তম্) অদ্য ক্রীড়ার্থ আত্তমনুষ্যবিগ্রহং (অঙ্গীকৃতং মনুষজাতীয় যুদ্ধং) যদুবৃষ্ণিস্তাং ধুর্যং (শ্রেষ্ঠং) [ত্বাং] নতঃ অস্মি ।

২৩। মূলানুবাদঃ আপনি ঈশ্বর, নিজেই নিজের আশ্রয়, আত্মাধীনায়াদ্বারা বিশেষভাবে সৃষ্টি করে থাকেন অশেষবিশেষ বিশ্ব, অদ্য ক্রীড়ার্থে স্বীকার করবেন মানুষ কংসেসহিত যুদ্ধ। যদু ও বৃষ্ণি-সাত্বত গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপনাকে প্রণাম করছি।

রূপ দেখা যায় না' —'যাকে শ্রীভগবান্ স্বীকার করেন, একমাত্র তারই লভ্য হন' —'এই ভগবান তার নিকট নিজ শরীর প্রকাশ করেন।' —শ্রুতিতে এইরূপ থাকা হেতু ই সেই শ্রুতিবাঞ্জক স্বরূপশক্তিতে শ্রীভগবানের দ্বারা সম্যক্ প্রাপ্ত সেই সেই রূপ ও সর্ব অভীষ্ট বস্তু তথাপি **অমোঘ বাঞ্ছিতম্**—আপনি অমোঘ বাঞ্ছিত, ইচ্ছা শক্তিদ্বারা সেই সেইরূপ প্রকাশঅপ্রকাশনে সমর্থ'। আচ্ছা, শোনা যায়, আমার মায়া নামক এক বহিরঙ্গাশক্তি আছে—'মায়াকে ভগবানের প্রকৃতি (স্বভাব) বলে জানবে আর মায়ী হলেন মহেশ্বর।' আমি মায়ার সেই সেই দোষেও স্পৃষ্ট হবো না কি, এই আশঙ্কার উত্তরে বলা হচ্ছে **স্বতেজসা**—আপনার স্বরূপশক্তি প্রভাবে **নিত্যাবিবৃত্তমায়া গুণপ্রবাহং** -মায়া গুণপ্রবাহ সর্বদা প্রতিহত হয়ে আছে। জী°২২॥

২২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ এবং কার্যং নিবেদ্য ভগবন্তং প্রণমতি, — দ্বাভ্যাম্। বিশুদ্ধং বিজ্ঞানমনুভবস্বরূপং যদ্ব্রহ্ম তদেব ঘনং সান্দ্রীভূতং ত্বামীশ্বরং ঈমহি শরণং ব্রজে প্রণমামেতি বা। স্বীয়য়া সংস্থয়া সম্যক্‌প্রকারেণ লীলাপরিকরাদি বিশিষ্টয়া স্থিত্যা সার্বকালিক্যা সমাপ্তা ভবন্তি সর্বার্থাঃ সর্ববিধভক্তমনোরথা যস্মাত্তম্। অতএবামোঘং অব্যর্থং বাঞ্ছিতং স্বভক্তমনোথনিষ্পাদনলক্ষনং যস্য তম্। স্বস্য স্বীয়ানাং বা তেজসা নিত্যং প্রতিদিনমেব নিবৃত্তো গুণপ্রবাহো যাত্তম্ ॥ বি°২২॥

২২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ পূর্ব শ্লোকে সকলে শ্রীকৃষ্ণের লীল নিবেদন করবার পর তাঁকে প্রণাম করছেন দুটি শ্লোকে। **বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘনং ভগবন্তম্** — বিশুদ্ধ অনুভব স্বরূপ যে ব্রহ্ম তার ঘনীভূত অবস্থাই আপনি ঈশ্বর — **ঈমহি** এই ঈশ্বর আপনার শরণাগত হচ্ছি বা আপনাকে প্রণাম করছি। **স্বসংস্থয়া**—নিজ লীলাপরিকরাদি বিশিষ্ট আপনার 'স্থিত্যা' সার্বকালিক বিরাজমানতায় **সমাপ্ত** — আপনাতে পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান রয়েছে সর্বার্থ—সর্ববিধ ভক্ত-অভিলাষ।

অতএব আপনি অমোঘ বাঞ্ছিতম্— আপনার কৃপাগুণে ভক্তের অভিলাষপূরণ অব্যর্থ। **স্বতেজসা**—নিজের বা নিজজনদের শক্তিদ্বারা **নিত্যনিবৃত্তমায়া**— প্রতিদিনই নিবৃত্ত হচ্ছে গুণপ্রবাহ যার থেকে সেইআপনি। বি° ২২ ॥

২৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** ত্বামিতি চ তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র ব্রবীষীতি নিষিধ্যমানত্বেনেতি শেষঃ। যদ্বা, শুদ্ধবৈকুণ্ঠাদিলক্ষণে মৎপ্রপঞ্চে জাতে, তত্র মায়ানিষেধোঽপ্যযুক্তঃ, সূর্য্যমণ্ডলে তমো-নিষেধবদিত্যভিপ্রায়েণাক্ষিপতি— নন্বিতি। তত্র সিদ্ধান্তভাগ আত্মাধীনয়েতি ন, শুদ্ধে সা নিষিধ্যেত, কিমুত মায়িকপ্রপঞ্চে যা তব লীলা, তস্যামেব। যথা প্রকৃতিক্ষোভাৎ পূর্ব্বত্বেন শুদ্ধাপি তবেক্ষণ লীলা প্রকৃতি-মুপধায় ভবতি, তথা স্বয় ভগবৎসম্বন্ধিরূপত্বেন শুদ্ধৈবৈষা; স্বান্তরঙ্গপরিকরস্য তব জন্মাদিলীলা তদিত-রপূর্ব্বাপরযদুবংশমুপধায়েতি ভাবঃ। যদু প্রভৃতীনাং শ্রেষ্ঠমিতি যথা তব তৎশ্রেষ্ঠত্বং, তথা তদন্তরঙ্গানাং তেষামপি তদ্-বংশত্বমিতি ভাবঃ। বৃষ্ণিসাত্বতানাং পৃথগুক্তিঃ শ্রৈষ্ঠ্যাপেক্ষয়েতি। নন্বু তাদৃশস্য মম মায়িকপ্রপঞ্চেঽভিব্যক্তিঃ কিমর্থম্? তত্রাহ—ক্রীড়ার্থমভিপ্রপঞ্চগতভক্তাভিমুখ্যেন আত্ত আনীতো মনুষ্য-বিগ্রহো নরাকৃতিপরব্রহ্মাখ্যো যেন তম্। যদ্বা, তাদৃশবিহারার্থমঙ্গীকৃতং মনুষ্যজাতীয়যুদ্ধং যেন তম্, অভ্যাত্তেতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। অদ্যেতি ত্বদবতারসময় ইত্যর্থঃ। অথবা উপক্রমানুসারেণ উপসংহরন্ন-মস্যতি— বিশুদ্ধেতি দ্বয়েন। তত্র ত্বামীশ্বরমিত্যাদিকমর্দ্ধং পূর্ব্ববত্তদংশতত্ত্বপরম্, ঈশ্বরং পুরুষরূপং স্বয়ন্তু ক্রীড়ার্থমিত্যাদি। অন্যৎ পূর্ব্ববদিতি। জী°২৩ ॥

২৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** পূর্বের ২২ শ্লোকে শ্রীনারদ বলেছেন— 'হে কৃষ্ণ আপনার স্বরূপ শক্তি প্রভাবে মায়াগুণপ্রবাহ সর্বদা প্রতিহত হয়ে আছে।' [এই কথার উপরে কৃষ্ণ যেন বলছেন, ত্রিকালজ্ঞ ঋষি আপনি কি আমার ধামের তত্ত্ব জানেন না, যা অপ্রাকৃত, চিন্ময় মায়াতীত। জানেন যদি তবে কেন সেই ধাম সম্বন্ধে 'মায়া গুণপ্রবাহের বাধা দেওয়ার কথা উঠাচ্ছেন? যার অস্তিত্বই নেই তাকে আবার বাধা দেওয়ার কি কথা? এরূপ কথা উঠতেই পারে না। এরই উত্তরে, এখানে কথাটা উঠান হয়েছে, ধাম সম্বন্ধে মায়াপ্রবাহের অস্তিত্বের অভাব জ্ঞাপনার্থেই। এই পর্যন্ত শ্রীস্বামিপাদ]।

অথবা, (উপর্যুক্ত স্বামিটীকার অবলম্বনে শ্রীজীবের ব্যাখ্যা) শুদ্ধ বৈকুণ্ঠাদি লক্ষণ আমার ধাম বৃন্দাবনাদিতে জাত হলে - তাঁদের সম্বন্ধে মায়াগুণপ্রবাহ বাধা দেওয়ার কথা অবান্তর, যার অস্তিত্বই নেই তাকে আবার বাধা দিবে কি? এ হল সূর্যমণ্ডলে অন্ধকারকে নিরস্ত করে রাখার কথার মতো। এই অভিপ্রায়েই স্বামিপাদ তিরস্কারচ্ছলে প্রশ্ন উঠিয়েছেন 'নন্বু' পদে।

এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত ভাগ হল ২৩ শ্লোকের **আত্মমায়য়া ইত্যাদি**— 'আত্মধীনয়া মায়য়া' অর্থাৎ নিজ অধীন মায়া দ্বারা 'কল্পনম্' সৃষ্টি। শুদ্ধ প্রপঞ্চ বৈকুণ্ঠে 'মায়াগুণপ্রবাহের' অস্তিত্বই নেই, কাজেই উহাকে নিরস্ত করার প্রশ্নই উঠে না। কৃষ্ণের মায়িক প্রপঞ্চ শ্রীবৃন্দাবনাদি বৈকুণ্ঠ থেকে অধিক, সেখানে আপনার যে সব লীলা, তাতে যে মায়াগুণ প্রবাহ নেই এতে আর বলবার কি আছে?

যথা প্রকৃতি ক্ষোভ থেকে পূর্বের হওয়া হেতু আপনার ঈক্ষন লীলা শুদ্ধা হলেও প্রকৃতিকে ধারণ করেই হয়ে থাকে, তথা স্বয়ং ভগবৎসম্বন্ধীরূপা বলে শুদ্ধা হলেও আপনার নিজ অন্তরঙ্গ পরিকরদের জন্মাদি লীলা তৎভিন্ন পূর্বাপর যদুবংশ ধরেই হয়ে থাকে, এরূপ ভাব। 'যদু-বৃষ্ণি-সাত্বতাম্'— যদু-বৃষ্ণি-সাত্বতগণ **ধুর্য**—শ্রেষ্ঠ, এর দ্বারা এই তিনকুলে যেমন আপনারই শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায়, তথা আপনার অন্তরঙ্গ যদুবৃষ্ণি-সাত্বতদের মধ্যে যদুব শীয়গণের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায়। বৃষ্ণি ও সাত্বতগণের পৃথক্ উক্তি যদুবংশের শ্রেষ্ঠতা হেতুই। আচ্ছা, তাদৃশ আমার মায়িক প্রপঞ্চে অভিব্যক্তি কি প্রয়োজনে? এরই উত্তরে. **ক্রীড়ার্থম্**— এই মায়িক জগৎ গত ভক্তদের সম্মুখে যাঁর দ্বারা **আত্ত**— আনীত **মনুষ্যবিগ্রহ**— নরাকৃতি পরব্রহ্ম নামক বিগ্রহ, সেই তাঁকে প্রণাম। অথবা, তাদৃশ বিহারার্থ যিনি মনুষ্য জাতীয় 'বিগ্রহ' যুদ্ধ অঙ্গীকার করেছেন, সেই তাঁকে প্রণাম। অভ্যাও অর্থাৎ অভি=সম্মুখে **আত্ত**— গৃহীত, এই পাঠে সেই একই অর্থ। **অদ্য** – আপনার অবতার সময়ে। অথবা, উপক্রম অনুসারে উপসংহার করে নমস্কার করছেন। —বিশুদ্ধ ইতি দুইটি শ্লোকে। তথায় 'ত্বামীশ্বরং' ইত্যাদি অর্ধশ্লোক পূর্ববৎ কৃষ্ণের অংশ-তত্ত্বপর। **ঈশ্বরং** —পুরুষরূপ। কৃষ্ণের নিজপর তো 'ক্রীড়ার্থম্' ইত্যাদি। আর যা কিছু পূর্ববৎ। জী°২৩॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** এবম্বিধোঽন্যঃ কোঽপি নাস্তীত্যাহ,— ত্বামিতি। ঈশ্বরং অন্যস্য বশয়িতারং স্বাশ্রয়ং ন কস্যাপ্যাশ্রিতমতোঽন্যস্যাবশ্যং এতদেবানাধীনমৈশ্বর্যমাহ,— আত্মাধীনয়া মায়য়া বিনির্মিতম্ অশেষবিশেষকল্পনং বিশ্বং যেন তৎ। কিঞ্চ, ক্রীড়ৈব অর্থঃ স্বপ্রয়োজনং যস্য তম্। অদ্য তু আত্তো গৃহীতো মনুষ্যৈঃ কংসাদিভিঃ সহ বিগ্রহঃ কংসপ্রাণতুল্যকেশিবধহেতুকম শাত্রবং যেন তং "অভ্যাত্তে"তি চ পাঠঃ। এষাপি তবৈকাক্রীড়েতি ভাবঃ। যতো যদুবৃষ্ণিসাত্বতাং সবন্ধূনাং ধুরং রক্ষণপোষণাদিভারং বহসীতি তম্। বি°২৩॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** এইরূপ আপনার মতো অন্য কেউ নেই, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, ত্বামীশ্বরং ইতি। ঈশ্বরং— অন্যকে বশ করার শক্তি বিশিষ্ট। স্বাশ্রয়ং— অন্য কারুরও আশ্রিত নন, অতএব অন্যে অবশ্য এরই আশ্রিত। অনোর অনধীন-ঐশ্বর্য বলা হচ্ছে – **আত্মমায়য়া**- —নিজের অধীন মায়া দ্বারা **বিনির্মিত ইতি**— বিশেষভাবে সৃষ্টি করলেন অশেষ বিশেষ বিশ্ব। আরও. **ক্রীড়ার্থম্**— ক্রীড়াই স্বপ্রয়োজন যার সেই আপনি **অদ্য**— আজ কিন্তু **আত্তো**— স্বীকার করবেন **মনুষ্যবিগ্রহং** – মানুষ কংসের সহিত 'বিগ্রহ' যুদ্ধ, কংসের প্রাণতুল্য কেশিবধ সম্বন্ধীয় শত্রুতা। যার সহিত কংসের শত্রুতা, সেই কৃষ্ণকে প্রণাম। ['অদ্যাত্ত' স্থানে পাঠ 'অভ্যাত্ত' কোথাও কোথাও দেখা যায়। 'অভ্যাও' বিরুদ্ধে গ্রহণ।] —এও আপনার এক খেলা, এরূপ ভাব। যেহেতু যদু-বৃষ্ণি সাত্বত কুলের নিজবন্ধুদের **ধুর্যং**— শ্রেষ্ঠ, রক্ষণ-পোষণাদি ভার বহন করে থাকেন, এরূপ আপনাকে প্রণাম। বি°২৩॥

শ্রীশুক উবাচ।

এবং যদুপতিং কৃষ্ণং ভগবত্প্রবরো মুনিঃ।
প্রণিপত্যাভ্যনুজ্ঞাতো যযৌ তদ্দর্শনোৎসবঃ ॥২৪॥

ভগবানপি গোবিন্দো হত্বা কেশিনমাহবে।
পশূনপালয়ৎ পালৈঃ প্রীতৈর্ব্রজসুখাবহঃ ॥ ২৫ ॥

২৪। **অন্বয়** ঃ শ্রীশুক উবাচ —ভাগবতপ্রবরঃ তদ্দর্শনোৎসবঃ মুনিঃ এবং যদুপতিং কৃষ্ণং প্রণিপত্য অভ্যনুজ্ঞাতঃ (তেন গমনার্থ অনুজ্ঞাত সন্) যযৌ।

২৫। **অন্বয়** ঃ ভগবান্ গোবিন্দ অপি আহবে (যুদ্ধে) কেশিনং হত্বা ব্রজসুখাবহ (ব্রজস্য সুখপ্রদ সন্) প্রীতৈঃ (সন্তুষ্টৈঃ) পালৈঃ (গোপালৈঃ সহ) পশুন্ অপালয়ৎ।

২৪। **মূলানুবাদ** ঃ শ্রীশুকদেব বললেন — এই উক্তি অনুরূপ-লীলা অবশ্য করবেন এই আবেদন মুখে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে আনন্দিত ভাগবত-শ্রেষ্ঠ শ্রীনারদমুনি যদুপতি কৃষ্ণকে প্রণামপূর্বক তাঁর অনুমতি অনুসারে স্বস্থানে গমন করলেন।

২৫। **মূলানুবাদ** ঃ শ্রীনারদসংবাদের পূর্বের কেশীবধ লীলার সহিত অন্বয় করে বলা হচ্ছে—

ভগবান্ গোবিন্দও যুদ্ধে কেশীকে বধ করবার পর কেশীসম্বন্ধে বিগত-ভয় হওয়ায় প্রীত গোপ-বালকদের সঙ্গে পশুপালন করতে লাগলেন।

২৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা**ঃ যদুপতিমিতি—তদাপি শ্রীগোকুলত্যাগানিচ্ছয়া সাক্ষান্ন কিঞ্চিদঙ্গীকৃতবান্, কিন্তু যদুপতিত্বব্যঞ্জকলক্ষণবিশেষেণৈব তত্তদঙ্গীকৃতবানিব যস্তমিত্যর্থঃ। প্রণিপত্য সাষ্টাঙ্গং প্রণম্যেত্যত্র হেতুঃ—ভাগবতেতি। অতো ভগবদভিপ্রায়ং জানন্ চ দ্বারকাদৌ তু তাদৃশ-লোকসংঘট্টে তন্মর্য্যাদাং দর্শয়তি, তস্মিন্নন্যথাপ্যাচরতীতি ভাবঃ। তস্য কৃষ্ণস্য দর্শনমেবোৎসবো যস্য সোঽপি যযৌ। কুতঃ? অভিতোঽনুজ্ঞাতঃ কৃষ্ণেন প্রস্থাপিতঃ সন্॥ জী° ২৪॥

২৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **যদুপতি ইতি**—তখনও শ্রীগোকুল ত্যাগে অনিচ্ছা হেতু সাক্ষাৎ কিছুই স্বীকার করলেন না। কিন্তু যদুপতি ভাবসূচক ভঙ্গী বিশেষের দ্বারাই যেন নারদের উক্ত ভাবীলীলা অঙ্গীকার করলেন। **প্রণিপত্য**—কৃষ্ণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন, এতে হেতু শ্রীনারদ **ভাগবত**—ভগবৎভক্ত, অতএব ভগবানের অভিপ্রায় জ্ঞাত আছেন। দ্বারকাদিতে কিন্তু তাদৃশলোকসংঘট্টে কৃষ্ণ শ্রীনারদকে মর্যাদা দেখান, প্রণাম করেন—(শ্রীভা° ১০।৭০।৩৩)। কখনও তাঁর প্রতি অন্যথা আচরণও করেন। **তদ্দর্শনোৎসব** কৃষ্ণের দর্শনই উৎসব যাঁর সেই নারদ—এরূপ হয়েও চলে গেলেন। কেন? **অভ্যনুজ্ঞাতঃ**—সর্বতোভাবে অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে — কৃষ্ণের দ্বারা প্রেরিত হয়ে। জী° ২৪॥

একদা তে পশূন্ পালাশ্চারয়ন্তোঽদ্রিসানুষু।
চক্রুর্নিলায়নক্রীড়াশ্চৌরপালাপদেশতঃ ॥২৬॥

২৬। **অন্বয়ঃ** একদা (কদাচিৎ) তে (কৃষ্ণাদয়ঃ) অদ্রিসানুষু—কাম্যবন-পর্বতস্য তটপ্রদেশেষু) পশূন্ চারয়ন্তঃ চৌরপালাপদেশতঃ (চৌরাঃ পালাশ্চ তেষাং অভিনয়াৎ) নিলায়নক্রীড়াং চক্রুঃ।

২৬। **মূলানুবাদঃ** একদা রামকৃষ্ণাদি গোপবালকগণ কাম্যবনে পর্বতের তটপ্রদেশে পশু চরাতে চরাতে চোর-রক্ষক ও মেষের ভাবে চোরাই মাল লুকানোরূপ খেলা করতে লাগলেন।

২৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** মুনির্যযৌ, ভগবানপি পশূনপালয়দিত্যপি-শব্দার্থঃ। যতো গোবিন্দঃ, তস্মিন্ গতে সতি প্রকৃত-গোকুলেন্দ্রত্বোচিতলীলামেবানুমোদমান ইত্যর্থঃ। তত্র হত্বেতি নারদ-সংবাদাৎ পূর্ব্বস্যাপ্যনুবাদঃ। আহব ইতি তস্যান্যেন যুদ্ধে ঘাত্যত্বমনভিপ্রেত্য মহাবলিষ্ঠত্বাদিকং সূচিতম্; অতঃ প্রীতৈর্গততদ্বিষয়কভয়ৈঃ পালৈস্তৎসঙ্গেন গোপালকৈঃ সহ পশূনপালয়ৎ। ব্রজান্নির্গচ্ছন্তং তমনু-গতানাং ব্রজজনানাঞ্চ সুখাবহো জাতঃ। জী°২৫॥

২৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** মুনি চলে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণও পশুপালন করতে লাগলেন! শ্রীনারদ চলে গেলে প্রকৃত গোকুলেন্দ্র ভাবোচিত লীলা অনুমোদন করলেন, এরূপ অর্থ। 'হত্বা ইতি' নারদসংবাদের পূর্বের কেশীবধ লীলার সহিত অন্বয় করে অর্থ করা হচ্ছে, **আহবে ইতি**—অন্যের সহিত যুদ্ধে কৃষ্ণের প্রতি আঘাত অনভিপ্রেত হওয়ায় কৃষ্ণের মহাবলিষ্ঠতা প্রভৃতি সূচিত হল - অতঃপর কংস বধ হবে, সেই কথা মনে রেখেই বলিষ্ঠতা সূচক 'আহব' ইত্যাদি কথার অবতারণা। এখানে। অতঃপর **প্রীতৈঃ পালৈঃ**—কেশী সম্বন্ধে বিগত ভয় রাখালদের সহিত **পশূনপালয়ৎ**—পশুপালন করতে লাগলেন। ব্রজ থেকে বনে যাওয়া কালে তাঁর পিছে পিছে চলা ব্রজজন পিতামাতা প্রভৃতিরও সুখ দায়ক হলেন। জী°২৫॥

২৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** একদেতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র যদ্বেতি ব্যোমবধস্য শ্রীনারদেনানুক্তত্বাৎ তদ্দিন এব তদ্বধে একদেত্যুক্তেরসঙ্গতত্বাৎ তাদৃশলীলায়াঃ কৌমারান্ত এব যোগ্যত্বাচ্চ; অতো 'বৃষময়াত্মজ' (শ্রীভা ১০।৩১।৩) ইতি গোপিকা-বাক্যঞ্চ সঙ্গচ্ছতে, বৃষাত্মজো বৎসো ময়াত্মজো ব্যোমাসুর ইতি পূর্ব্বব্যাখ্যানাৎ। নিলায়নং নাম চোরিতস্য তিরোধাপনং তদ্রূপাং ক্রীড়াম্; তামেবাহ—চৌরেতি, চৌরাঃ পালাশ্চ রক্ষকাস্তেষামপদেশতঃ অভিনয়াৎ। তদ্দ্বয়েন মেষাপদেশিনামপি গ্রহণং, সম্বন্ধি শব্দত্বাৎ।।

২৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** একদা—কোনও একদিন। [শ্রীস্বামীপাদ—শ্রীনারদ ব্যোমাসুর বধলীলা দেখেন নি, তবে কেন এই প্রসঙ্গ এখানে উঠছে, এরই উত্তরে, প্রাতঃকালে কেশীবধের পর নারদের উক্তি অঙ্গীকার করে কৃষ্ণ পুনরায় সেইরূপই পশুপালন করতে

তত্রাসন্ কতিচিচ্চৌরাঃ পালাশ্চ কতিচিন্নৃপ।
মেষায়িতাশ্চ তত্রৈকে বিজহ্রুরকুতোভয়াঃ ॥২৭॥

২৭। **অন্বয়ঃ** [হে] নৃপ! তত্র কতিচিৎ [গোপালাঃ] চৌরাঃ কতিচিৎ পালা (রক্ষকা) চ তত্র একে (কতিপয়ে) মেষায়িতাঃ (মেষবৎ আচরন্তঃ) আসন্ [তে] অকুতোভয়াঃ বিজহ্রুঃ (ক্রীড়াংচক্রু)।

২৭। **মূলানুবাদঃ** হে নৃপ, এই অভিনয়ে কিছু গোপবালক চোররূপে, কিছু রক্ষকরূপে ও কিছু মেষরূপে নির্ভয়ে খেলা করতে লাগলেন।

করতে ব্যোমাসুর বধ করলেন। অথবা, ব্যোমাসুর বধ পূর্বে হলেও অন্যরূপধারী অসুরদের বধ প্রসঙ্গে এখানে বলা হল। কেউ কেউ আবার শঙ্খচূর বধের পূর্বেই ব্যোমাসুর বধ হয়েছিল, এরূপ বলেন।]

অথবা, ব্যোমাসুর বধের কথা শ্রীনারদ না-বলা হেতু সেইদিনই ব্যোমাসুর বধ হলে 'কোনও একদিন' উক্তি অসঙ্গত হয়ে পড়ে। সুতরাং তাদৃশলীলা কুমার বয়সের (৫-১০ বর্ষ পর্যন্ত) শেষ-দিকেই হওয়া যুক্তিযুক্ত। এইরূপেই 'বৃষময়াত্মজা' (শ্রীভা° ১০।৩১।৩) গোপীকা বাক্যের সঙ্গেও সামঞ্জস্য হচ্ছে। —'বৃষাত্মজঃ' বৎস। 'ময়াত্মজ' ব্যোমাসুর। **নিলায়ন ক্রীড়া**— চুরি করা বস্তু সরিয়ে ফেলারূপ খেলা। **চোরপালা অপদেশতঃ**—চোর ও রক্ষকের অভিনয় সহকারে। চোর ও রক্ষক' এই দুই-এর সহিত মেষের অভিনয়কারিদের গ্রহণ।

[আদ্রিসানুষু— কাম্যবনের পর্বতের উপরস্থ সমতলভূমির গুহায়] —শ্রীবলদেব। জী° ২৬॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** নিলায়নং চোরিতবস্তুতিরোধাপনম্। অপদেশোঽভিনয়ঃ।বি°২৬॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **নিলায়নং**— চুরি করা বস্তু লুকিয়ে-রাখারূপ খেলা। **অপদেশ**—অভিনয়। বি ২৬॥

২৭। **শ্রীজীব বৈ°তো° টীকাঃ** তত্র তস্যাং ক্রীড়ায়াম্। মেষায়িতা ইতি— মেষাণাং বধেঽপি ক্রোশনাদ্যভাবেন সুখচৌর্য্যত্বাৎ। তত্রাদ্রিসানুষু বিজহ্রুঃ। জী°২৭॥

২৭। **শ্রীজীব বৈঃ তো° টীকানুবাদঃ** **তত্র**— সেই ক্রীড়ায়। **মেষয়িতা ইতি**— ভেড়ার মত আচরণকারী। কারণ ভেড়া বধেও করুণ চীৎকারাদি না করায় সুখে চুরি কর্ম হয়ে যায়। **তত্র** —কাম্যবনে পর্বতের উপরে। জী°২৭°॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** অকুতোভয়া ইতি চোরয়িতব্যাশ্চোরয়িতারশ্চ পালকাশ্চৈতে ত্রয়ো বয়ং সখায় এবেতি বিশ্বাসাৎ। বি°২৭॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **বিজহ্রুঃ অকুতভয়াঃ**—নির্ভয়ে খেলা করতে লাগলেন। —এই নির্ভয় হওয়ার কারণ খেলোয়ার সকলেরই বিশ্বাস যাকে চুরি করা হবে, যে চুরি করবে, আর যে রক্ষক হবে তারা সকলেই সখা। বি°২৭॥

ময়পুত্রো মহামায়ো ব্যোমো গোপালবেষধৃক্ ।
মেষায়িতানপোবাহ প্রায়শ্চোরায়িতো বহূন্ ॥ ২৮ ॥

গিরি-দর্য্যাং বিনিক্ষিপ্য নীতং নীতং মহাসুরঃ ।
শিলয়া পিদধে দ্বারং চতুঃপঞ্চাবশেষিতাঃ ॥ ২৯ ॥

২৮। **অন্বয়ঃ** [এবং সতি তদা] মহামায়ঃ ময়পুত্রঃ ব্যোমঃ গোপালবেষধৃক্ [স্বয়ং] প্রায়ঃ চৌরয়িতঃ (চৌর এব তদ্বদাচরন্) মেষায়িতান্ (মেষবদাচরিতান্) বহূন্ [গোপান্] অপোবাহ (চোরয়ামাস)।

২৯। **অন্বয়ঃ** মহাসুরঃ নীতং নীতং (অপহৃতম্ গোপজনং) গিরিদর্য্যাং (গিরি গুহায়াঃ) বিনিক্ষিপ্য শিলয়া দ্বারং পিদধে (আচ্ছাদিতবান্) [ততশ্চঃ] চতুঃপঞ্চাবশেষিতাঃ (অবশিষ্টাঃ আসন্)।

২৮। **মূলানুবাদঃ** এই সময়ে মহামায়াবী ময়পুত্র ব্যোমাসুর রাখালের বেষ ধরে চোরের মতো আচরণে রত হয়ে মেষরূপে আচরণকারী গোপবালকদের প্রায় সকলকেই চুরি করে নিয়ে গেল।

২৯। **মূলানুবাদঃ** এই মহাসুর ব্যোম চুরি করা গোপবালকদের গিরিগুহার ভিতরে প্রবেশদ্বার দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে উহার দ্বার শিলাদ্বারা আচ্ছাদিত করে রাখল। এইরূপে নিতে নিতে চার পাঁচটি বালকমাত্র অবশিষ্ট রইল।

২৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** প্রায়ো বহূন সর্ব্বানেব, চতুঃপঞ্চানামেবাবিশিষ্টত্বাৎ। জী°২৮ ॥

২৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** প্রায় বহূন্— প্রায় সকলকেই, চার পাঁচজন মাত্র অবশিষ্ট থাকায়, এরূপ অর্থ করা হল। জী°২৮ ॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** অপোবাহ চোরয়ামাস। বি°২৮ ॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** অপোবাহ- চুরি করে নিল। বি°২৮ ॥

২৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** বিশেষেণ দূরতোঽন্তঃপ্রদেশ-প্রবেশনেন নিতরাং ক্ষিপ্ত্বা, ততশ্চ চত্বারঃ পঞ্চ বা তে চতুঃপঞ্চা অবশেষিতা বভূবুঃ, অর্থান্মেষায়িতগোপা এব। সন্ধিরার্ষঃ, বশেষিতা ইতি বা, বতংস ইতিবৎ। যদ্বা, চতুঃপঞ্চা অবশেষিতা যেষাং তথাভূতা বভূবুঃ, তাবৎপর্য্যন্তং তদজ্ঞানং চ স্বচোরকৃতাপহারভ্রমাৎ। জী°২৯ ॥

২৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** বিনিক্ষিপ্য— গুহার অন্তঃপ্রদেশে ঢোকার দ্বার দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল। চতুঃপঞ্চাবশেষিতাঃ— চার পাঁচটি অবশিষ্ট রইল। অথবা, চার পাঁচটি গোপবালক কমে গেল। — এতদূর পর্যন্ত ব্যোমাসুর সম্বন্ধে অজ্ঞানতা ছিল— কৃষ্ণের নিজের চৌর সাজা সখার চুরি বলে ভ্রম হেতু। জী°২৯ ॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** চতুঃপঞ্চ মেষায়িতাঃ সখায়ঃ। বি°২৯ ॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** চতুপঞ্চঃ— চার পাচটি মেষের মতো আচরণকারী সখা। বি২৯ ॥

তস্য তৎ কর্ম বিজ্ঞায় কৃষ্ণঃ শরণদঃ সতাম্।
গোপান্ নয়ন্তং জগ্রাহ বৃকং হরিরিবৌজসা ॥৩০॥

স নিজং রূপমাস্থায় গিরীন্দ্রসদৃশং বলী।
ইচ্ছন্ বিমোক্তুমাত্মানং নাশক্নোদ্ গ্রহণাতুরঃ ॥৩১॥

তং নিগৃহ্যাচ্যুতো দোর্ভ্যাং পাতয়িত্বা মহীতলে।
পশ্যতাং দিবি দেবানাং পশুমারমমারয়ৎ ॥৩২॥

৩০। **অন্বয়ঃ** সতাং শরণদঃ কৃষ্ণঃ তস্য তৎকর্ম বিজ্ঞায় হরিঃ (সিংহঃ) বৃকং (ব্যাঘ্রবিশেষং) ইব গোপান্ নয়ন্তং (গোপান্হরন্তং) তং (ব্যোমং) ওজসা (বলেন) জগ্রাহ (গৃহীতবান্)।

৩১। **অন্বয়ঃ** বলী [অপি] সঃ (দৈত্যঃ) আত্মানং বিমুক্তুং ইচ্ছন্ [অপি] গিরিন্দ্র-সদৃশং নিজং রূপম্ আস্থায় (গৃহীত্বা) [অপি] গ্রহণাতুরঃ (কৃষ্ণকৃত) ধারণেন দুর্বলঃ অতঃ) নাশক্নোৎ।

৩২। **অন্বয়ঃ** অচ্যুতঃ তং দোর্ভ্যাং (বাহুভ্যাং) নিগৃহ্য (পীড়য়িত্বা) মহীতলে পাতয়িত্বা দিবি (আকাশে অবস্থিতানাং) দেবানাং পশ্যতাং পশুমারং অমারয়ৎ যজ্ঞীয়ং পশুমিব শ্বাসরোধেনা-মারয়ৎ।

৩০। **মূলানুবাদঃ** সাধুগণের আশ্রয়দাতা শ্রীকৃষ্ণ ব্যোমের এই কর্ম জানতে পেরে গোপ বালক-চোর তাকে সবলে চেপে ধরলেন, যেমন ধরে সিংহ নেকড়ে বাঘকে।

৩১। **মূলানুবাদঃ** বলবান হয়েও, নিজেকে মুক্ত করতে ইচ্ছুক হয়েও, গিরিরাজে মত নিজ বিশাল শরীর ধারণ করেও সেই দৈত্য আত্মমোচনে সমর্থ হল না, কৃষ্ণকৃত ধারণে দুর্বল হয়ে পড়ায়।

৩২। **মূলানুবাদঃ** অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ ঐ দৈত্যকে বাহুযুগলে ঠেলে মাটিতে ফেলে দিয়ে আকাশস্থ দেবতাদের চোখের সামনেই যজ্ঞীয় পশুর ন্যায় শ্বাস রোধ করে বধ করলেন।

৩০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** তন্মহাদারুণং কর্ম্ম, তস্য বিজ্ঞায় সতাং ভক্তমাত্রাণাং শরণদঃ শরণরূপমাত্মানং দাতা; কিমুত তত্তৎসত্তমগণ-দুর্ল্লভভাগধেয়ানাং তেষামিত্যর্থঃ॥ জী° ৩০॥

৩০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** তস্য—সেই অসুরের তৎ—মহাদারুণ কর্ম, বিজ্ঞায় জানতে পেরে। সতাং—ভক্ত মাত্রকেই শরণদঃ— রক্ষকরূপ নিজেকে দাতা; সেই সেই ভক্তপ্রধান-গণের দুর্লভ ভাগ্যের কথা আর বলবার কি আছে। জী ৩০॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** হরিঃ সিংহঃ॥ বি ৩০॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** হরিঃ—সিংহ। বি ৩০॥

গুহাপিধানং নির্ভিদ্য গোপান্ নিঃসার্য্য কৃচ্ছ্রতঃ।
স্তূয়মানঃ স্বরৈর্গোপৈঃ প্রবিবেশ স্ব-গোকুলম্ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ব্যোমাসুরবধো নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

৩৩। **অন্বয়** ঃ [ততঃ কৃষ্ণ] গুহাপিধান' (গুহামুখস্থং শিলাচ্ছাদনং) নির্ভিদ্য কৃচ্ছ্রতঃ (তস্মাৎ কষ্টপ্রদস্থানাৎ) গোপান্ নিসার্য (বহিষ্কৃত্য) অনুগৈঃ (ভূতলে অনুচরৈঃ তথা স্বর্গে) দেবৈঃ স্তূয়মানঃ [সন্] স্বগোকুলং প্রবিবেশ।

৩৩। **মূলানুবাদ** ঃ অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ গুহামুখের আচ্ছাদন একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে সেই কষ্টপ্রদ স্থান থেকে গোপ-বালকদের বের করে আনলেন— অতঃপর অনুগত গোপ-বালকগণের ও আকাশের দেবতাগণের স্তুতিমুখে নিজ গোকুলে সুখে প্রবেশ করলেন।

৩১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ বল্যপি আত্মানং মোক্তুমিচ্ছন্নপি নিজং রূপমাস্থায়াপি নাশক্নোৎ। জী ৩১ ॥

৩১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **বলী ইতি** - বলবান হয়েও, নিজেকে মুক্ত করতে ইচ্ছুক হয়েও, নিজরূপ ধারণ করেও আত্মমোচনে সমর্থ হল না। জী ৩১ ॥

৩২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ পশ্যতাং হর্ষেণ পশ্যৎসু ইত্যর্থঃ। দিবীতি তদানীমপি শঙ্কয়ান্তর্দ্ধানেন স্থিতেত্যর্থঃ। পশুমারমমারয়ৎ, যজ্ঞীয়ং পশুমিব শ্বাসরোধেনামারয়ৎ। উপমানে কর্ম্মণি চেতি ণমুল্, ণ্যন্তস্য ম্রিয়তেরনুপ্রয়োগশ্চ ইদমপ্যনুরূপমেব তস্যাং ক্রীড়ায়াং চোর দণ্ডস্যাপি ক্ষণিক-তদনুকরণরূপত্বাৎ, তেনাপি গোপানামুচ্ছ্বাসরোধনাচ্চ। অচ্যুত ইতি তাদৃশসমুচিত লীলাতোঽচলনাভিপ্রায়েণ ॥ জী° ৩২ ॥

৩২। **শ্রীজীব বৈ তো টীকানুবাদ** ঃ **পশ্যতাং** - (দেবগণ) হর্ষের সহিত দেখতে থাকলেন **দিবি**—আকাশে, তখনও শঙ্কায় লুকিয়ে থেকে। **পশুমারমারয়ৎ** — যজ্ঞীয় পশুর মতো শ্বাসরোধ করে মারলেন। এও করলেন নিলায়ন খেলার অনুরূপেই — সেই খেলায় চোরদণ্ডেরও সেই খেলার ক্ষণিক অনুকরণ রূপ হওয়াই উচিত হওয়া হেতু ও অসুরের দ্বারা গোপগণের উচ্ছাসে বাধা প্রদান হেতু **অচ্যুত ইতি**—এই পদটি ব্যবহারের অভিপ্রায়, তাদৃশ সমুচিত লীলা থেকে বিরত হন না কখনও-ই। জী ৩২ ॥

৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ পশুমারং যজ্ঞিয়ং পশুমিব শ্বাসরোধেনামারয়ৎ। তেনাপি গুহাদ্বারনিরোধাদিতি ভাবঃ। 'উপমানে কর্মণি চে'তি ণমুল্ণ্যন্তস্য ম্রিয়তেরনুপ্রয়োগঃ ॥ বিঃ ৩২ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
সপ্তত্রিংশোঽত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** পশুমারমমारয়ৎ—যজ্ঞিয় পশুর মতো শ্বাসরোধ করে মারলেন। কারণ সেই অসুর পর্বতগুহার দ্বারও রোধ করে রেখেছিল গোপালদের মারার জন্য। বি০৩২ ॥

৩৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** কৃচ্ছ্রতঃ গুহারূপাৎ দুঃখস্থানান্নিঃসার্য্য, অতএবানুগৈর্গো-পৈর্দেবৈশ্চ স্তূয়মানঃ, অতএব প্রকর্ষেণ বিবেশ। স্বস্য গোকুলমিতি আগামি-লীলাস্মরণশঙ্কয়া। স্বচিত্তং সমাদধাতি —নাত্যন্তীনস্তৎপরিত্যাগো ভবিষ্যতীত্যভিপ্রায়াৎ। তথাত্বমগ্রতো ব্যঞ্জয়িষ্যতি। সুরৈর্গোপৈ-বহুত্র পাঠে সুরৈঃ স্তূয়মানোঽপি গোপৈঃ সহ স্বগোকুলমেবেতি। জী০৩৩ ॥

৩৩। **শ্রীজীব বৈ তো টীকানুবাদ ঃ** কৃচ্ছ্রতঃ— গুহারূপা দুঃখপ্রদ স্থান থেকে নিঃসার্য্য— বের করে আনলেন, অতএব সুরৈর্গোপৈঃ— অনুগত গোপবালক ও দেবতাগণ স্তুতি করতে লাগলেন, অতএব প্রবিবেশ— 'প্র' সুখে প্রবেশ করলেন গোকুলে। স্বগোকুলং— নিজের গোকুলে, আগামী লীলা স্মরণে শঙ্কা হেতু 'স্ব' পদে নিজ চিত্তকে প্রবোধ দিচ্ছেন শ্রীশুকদেব— গোকুলই যে কৃষ্ণের নিজস্ব স্থান, একে যে একেবারে ছিড়ে চলে যাবেন, তা নয় এরূপ অভিপ্রায়। সেইরূপই অগ্রে প্রকাশিত হবে। 'সুরৈর্গোপৈঃ' স্থানে বহুস্থানে পাঠ এরূপ আছে, সুরগণের দ্বারা স্তূয়মান হয়েও গোপেদের সহ নিজ গোকুলে প্রবেশ করলেন। জী০৩৩ ॥

ইতি শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণকৃষ্ণ বাদনেচ্ছু দীনমণিকৃত দশমে
সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।